# বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে ভ্রান্তি-নিবারণ

## পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যাবাচস্পতি

ঃঃ প্রকাশক ঃঃ

**বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা**

**মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন**

৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা -৭০০০০৬

ফোন ঃ ০৩৩-২২৪১-৪৫৮৩

# বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে ভ্রান্তি-নিবারণ

ঃঃ লেখক ঃঃ

পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যাবাচস্পতি

ঃঃ অনুবাদক ঃঃ

শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

ঃঃ প্রকাশক ঃঃ

বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন

৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা -৭০০০০৬

ফোন ঃ ০৩৩-২২৪১-৪৫৮৩

প্রকাশকঃ
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম সংস্করণ ঃ২০০০ প্রতি

লেখক ঃ
পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যাবাচস্পতি

অনুবাদক ঃ
শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল

অক্ষর ঃ
অম্বিকা প্রসাদ দুবে

মুদ্রক ঃ
প্রিয়া প্রিন্টার্স
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কোলকাতা

মূল্য ঃ
২০.০০ টাকা

# বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য এক সমর্পিত ব্যক্তিত্ব
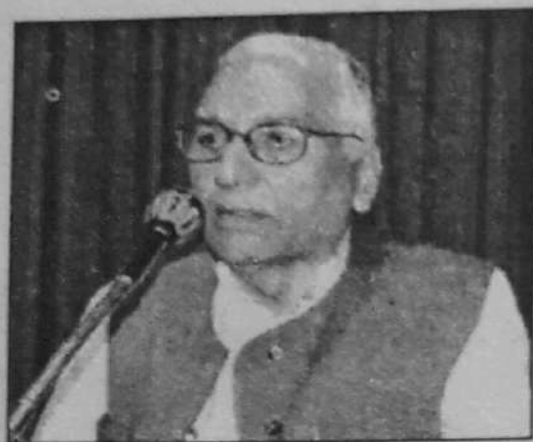
**শ্রী দীনদয়াল গুপ্তা**

বঙ্গীয় আর্যপ্রতিনিধি সভার স্বনামধন্য প্রধান শ্রী দীনদয়াল গুপ্তা মহাশয় বস্তুতঃ বৈদিক ধর্ম, আর্যসমাজ ও মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর চিন্তাধারাকে প্রসারিত করার সমর্পিত প্রাণ। এইরকম একজন ব্যক্তিত্বের জন্ম ১৩ই কার্তিক সুদী ১৯৯৯ বিক্রমাব্দে হরিয়ানা রাজ্যের ভিবানী জেলার মানেহরু গ্রামে হয়েছিল। গ্রামীণ পরিবেশে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত স্বভাগ্যান্বেষণে কোলকাতা শহরে উপনীত হন ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রথমাবস্থায় সংঘর্ষ করতে হয়েছিল। সংঘর্ষ সঠিক পথে ছিল বলেই আজ তিনি ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সাফল্য ও সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছেন। বৈদিক সংস্কারে সংস্কারিত বলেই আর্যসমাজ, বৈদিক সাহিত্য ও দয়ানন্দের চিন্তাধারার প্রচার-প্রসার হেতু তন, মন, ধন দ্বারা সেবা করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে তিনি সত্যার্থ প্রকাশ ন্যাস উদয়পুরের সদস্য, শ্রীমতী পরোপকারিণী সভার সদস্য এবং মহর্ষি বেদার্ষ গুরুকুল ন্যাস-র সঞ্চালক ইত্যাদি পদে শোভায়মান আছেন।

মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দের সিদ্ধান্ত ও বাণী বঙ্গ প্রান্তের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রান্তীয় ভাষায় অর্থাৎ বাংলায় নানারকম প্রকাশন, সাহিত্য সৃজন ইত্যাদি কাজে উৎসাহ বর্ধন করেন। স্বামী দয়ানন্দ কৃত **''বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে ভ্রান্তি-নিবারণ''** বাংলায় সংশোধন করে প্রকাশনার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও প্রোৎসাহন দিয়েছেন। বঙ্গপ্রান্তে বাংলাভাষায় অনূদিত গ্রন্থের প্রচার-প্রসারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার মার্গ প্রশস্ত করেছেন। এই বইটির প্রকাশন শ্রী দীনদয়াল গুপ্তার সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হতো না। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন প্রদান করুন।

# ।। সংগঠন সূক্ত ।।

**ওম্ : সং সমিদ্যুবসে বষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য্য আ।**
**ইডস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর।।১।।**

**অর্থ :** হে প্রভু! তুমি শক্তিশালী, নির্মাণ কর এই সৃষ্টিকে।
গান গায় বেদাদিশাস্ত্র, সমৃদ্ধ কর এই ভূমিকে।।

**ওম্ : সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।**
**দেবাভাগং য়থাপূর্বে সং জানানা উপাসতে ।।২।।**

**অর্থ :** প্রেমপূর্বক চল সবাই, যেন মোরা জ্ঞানী হই।
বিদ্বানদের মতো মোরা, কর্তব্যের অধিকারী হই।।

**ওম্ : সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।**
**সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।৩।।**

**অর্থ :** হোক বিচার সমান সবার, চিত্তমন সব এক হোক।
জ্ঞান পাক সমান সবাই, ভোগ্য পেয়ে সব সৎ হোক।।

**ওম্ : সমানী বঃ আকুতীঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।**
**সমানমস্তু বো মনো য়থা বঃ সুসহাসতি।।৪।।**

**অর্থ :** হোক সবার হৃদয় তথা সংকল্প অবিরোধী সদা।
মনে হোক পূর্ণ প্রেম আর বৃদ্ধি হোক সুখ সম্পদা।।

# বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে ভ্রান্তি-নিবারণ

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে যজ্ঞ বৈদিক ধর্মের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। বেদের বহু স্থলে যজ্ঞের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে যে যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানের পূজা ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

**যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।**
**তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত য়ত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তিদেবাঃ।।**

ঋগ০ ১০.৯০.১৬

অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ বিদ্বানেরা যজ্ঞের দ্বারাই পরমেশ্বরের পূজা করেন। যজ্ঞে সব শ্রেষ্ঠ ধর্মের সমাবেশ হয়। মহান ব্যক্তিরা যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা করে দুঃখরহিত হয়ে মোক্ষলাভ করেন। সাধনসম্পন্ন ও জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বানেরা যেখানে পূর্ব হতেই বাস করছেন ইত্যাদি এই মন্ত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখানে বুঝতে হবে যে 'য়জ্ঞ' শব্দ 'য়জ্' ধাতু থেকে তৈরী হয়েছে যার তিনটি অর্থ ধাতুপাঠে বর্ণিত – দেবপূজা, সঙ্গতিকরণ ও দান। এর মধ্যে আমাদের সব কর্তব্য নিহিত আছে, এই জন্য উক্ত উল্লেখিত মন্ত্রের প্রথম চরণে 'যজ্ঞেন' এই একবচন প্রয়োগ করেও 'তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্' এই রূপে পরে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে। মুখ্যতঃ মনুষ্যের তিনটি কর্তব্য (১) নিজের চেয়ে বড়োদের প্রতি (২) নিজের সমকক্ষ তাদের প্রতি (৩) নিজের চেয়ে ছোটদের প্রতি। দেবপূজা, সঙ্গতিকরণ ও দানের মাধ্যমে এই তিনটি কর্তব্যের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এইজন্য, 'য়জ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম,' (শতপথ ১,৭,৩,৫), 'য়জ্ঞো হি শ্রেষ্ঠতমং কর্ম, (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩.২.১.৪) ইত্যাদি বাক্য প্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই। এখানে যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যারা যজ্ঞ করেনা, তাদের কী দুর্গতি হয় এবং কেমন তাদের অধঃপতন হয় তা ঋগ্বেদের (১০.৪৪.৬) ও অথর্ববেদের (২০.৯৪.৬) এই মন্ত্রে বলা হয়েছে।'

**ন য়ে শেকুর্য়জ্ঞিয়াং নাবমারুহম্ ইর্মৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ।**

অর্থাৎ-(যে) যে ব্যক্তিরা (যজ্ঞিয়াং নাবম্ আরুহম্ ন শেকুঃ) যজ্ঞময়ী নৌকায় আরোহণ করতে সক্ষম হয় না (তে) তারা (কেপয়ঃ) কুৎসিৎ, অপবিত্র আচরণকারী হয়ে (ইর্মা এব) এখানে, এইলোকেই (ন্যবিশন্ত) ক্রমশঃ অধঃপতিত হতে থাকে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বেদে যে যজ্ঞের মহিমা এতো বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যাকে পরমেশ্বরের পূজা ও প্রাপ্তির সাধন বলা হয়েছে সেই যজ্ঞ সম্পর্কে মধ্যকালবর্তী আচার্য, পাশ্চাত্য বিদ্বান ও তাঁদের পথানুসারী ভারতীয় বিদ্বান্‌রা কী জঘন্য মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যা পাঠ করে কোন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি লজ্জাবোধ না করে পারেন না। সেই সব বিদ্বানেরা তাঁদের গ্রন্থে অনেক স্থলে উল্লেখ করেছেন যে, বৈদিক যজ্ঞে মেষ, অজ (ছাগল), বৃষ, গাভির বলির বিধান আছে। 'Vedic Age' নামক গ্রন্থের লেখকও সেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে লিখেছেন –

Scarcely less debased than the Dana Stutis are the Apri hymns, manufactured artificially for employment in animal sacrifices....There is no reason to doubt that these hymns were actually used at the animal sacrifices as tradition maintains. – The Vedic Age, Page 348.

অর্থাৎ আপ্রী সূক্তও দান-স্তুতিদের সমান অত্যন্ত নিকৃষ্ট। এগুলি কৃত্রিমভাবে যজ্ঞে পশুবলির জন্য তৈরী করা হয়েছে। সন্দেহের কোন কারণ নেই যে এই সূক্তগুলির প্রয়োগ যজ্ঞে পশুবলির জন্য করা হতো। এটাই ছিলো পরম্পরাগত বিশ্বাস।

অন্য একটি স্থানে উক্ত লেখক যজ্ঞের সম্বন্ধে লিখছেন –

We need not discuss here at length the problem of the original theory of the sacrifice – whether the magic art of perpetuating the life of the herbs and of vegetation, and even of man, was the essence of the sacrifice, and whether the gift theory was original or secondary. We may only note that when the Kaushik Sutra (XIII, 1-6) prescribes a magic rite in which portions of the bodies of some animals and human beings such as a lion, a tiger, a Kshatriya and a Brahmacharin are to be eaten to acquire certain qualities, not totemism but the conception of sacramental communion is hinted at – The Vedic Age, Page-501

ভাবার্থ – যজ্ঞের মূল নিয়মের সমস্যা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। গুল্ম-বনস্পতি বা মনুষ্যের জীবন স্থায়ী করার জন্য জাদুবিদ্যার প্রয়োগ হতো কিনা ঠিক নেই কিন্তু কৌশিক সূত্রে এই রকম একটা অনুষ্ঠানের কথা পাওয়া যায় যেখানে ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মচারীর, ব্যাঘ্র ও সিংহের শরীরের কিছু অংশ খাওয়ানো হতো যাতে কিছু বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন তাই এইসব ভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশে নিম্নে কয়েকটি নির্দেশ লিখিত হলো –

(১) সব বেদে যজ্ঞের পর্যায়শব্দ বা বিশেষণরূপে 'অধ্বর' শব্দের প্রয়োগ শতাধিক স্থলে পাওয়া যায় যার ব্যুৎপত্তি করার সময় নিরুক্তকার যাস্কাচার্য লিখেছেন –

**অধ্বর ইতি য়জ্ঞনাম – ধ্বরতির্হিংসাকর্মা তৎপ্রতিষেধঃ।**

নিরুক্ত ২.৭

অর্থাৎ যজ্ঞের নাম অধ্বর যার অর্থ হিংসারহিত কর্ম। চারবেদ থেকে কয়েকটি প্রমাণ এখানে প্রদত্ত হলো।

ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্র দেখুন –

**(ক) অগ্নে য়ং য়জ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।**

**স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি।।** — ঋগ০ ১.১.৪

এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, হে জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর, তুমি হিংসারহিত যজ্ঞে ব্যাপ্ত থাকো এবং এইরকম যজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ বিদ্বানেরা স্বীকার করে থাকেন।

**(খ) রাজন্তমধ্বরানাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে।।** — ঋগ্০ ১.১.৮

এখানেও পরমাত্মাকে অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত সব কর্মে বিরাজমান বলা হয়েছে। এর দ্বারা যজ্ঞে পশুবলি নিষেধ করা হয়।

**(গ) ত্বং হোতা মনুর্হিতোऽগ্নে য়জ্ঞেষু সীদসি।**

**সেমং নো অধ্বরং য়জ।।** ঋগ০ ১.১৪.২১

এখানেও যজ্ঞের জন্য অধ্বর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং হোতাকে বলা হয়েছে যে তুমি হিংসারহিত যজ্ঞ করাও।

**(ঘ) স সুক্রতুঃ পুরোহিতো দমে দমেऽগ্নির্য়জ্ঞস্যাধ্বরস্য চেততি ক্রত্বা য়জ্ঞস্য চেততি।** ঋগ০ ১.১২৮.৪

এখানে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা ও বেদজ্ঞানী পুরোহিত হিংসারহিত যজ্ঞেরই সর্বদা উপদেশ দিয়ে থাকেন।

**(ঙ) প্রতিত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি।।** — ঋগ০ ১.১৯.১

জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ও পুরোহিতকে অগ্নি নামে সম্বোধিত করে বলা হয়েছে যে পাপাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই চারু (সুন্দর), হিংসারহিত যজ্ঞরূপ শুভ কর্মে আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি বিদ্বান ঋত্বিকদের অর্থাৎ প্রাণশক্তিদের সহিত এখানে আগমন করো।

**মরুত ইতি ঋত্বিঙ নামসু -** নিঘন্টু ৩.১৮

**প্রাণা বৈ মরুতঃ -** ঐত০ ৩.১৬

(চ) ঋগ্বেদের ৩.২০.১ মন্ত্রে যজ্ঞের জন্য অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত বিশেষণের প্রয়োগ করে বলা হয়েছে যে দেবগণ এইরকম হিংসারহিত যজ্ঞেরই কামনা করেন। মন্ত্রটির উত্তরার্দ্ধ এইরূপ –

**সুজ্যোতিষো নঃ শৃন্বন্তু দেবাঃ, সজোষসো অধ্বরং বাবশানাঃ।।**
ঋগ্০ ৩.২০.১

অর্থাৎ উত্তম জ্ঞানজ্যোতিসম্পন্ন, প্রেমযুক্ত, অহিংস যজ্ঞকে দেব – সত্যনিষ্ঠ বিদ্বান্ কামনা করেন, তাঁরা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

**(ছ) অগ্ন ইলা সমিধ্যসে বীতিহোত্রো অমর্ত্যঃ। জুষস্ব সূ নো অধ্বরম্।।**
ঋগ্০ ১.২৪.২

এখানে অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত কর্ম এই যজ্ঞে প্রয়োগ হোক এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে তা স্বীকার করার প্রার্থনা করা হয়েছে।

**(জ) য়স্য ত্বমগ্নে অধ্বরং জুজোষো দেবো মর্তস্য সুধিতংররাণঃ।**

**প্রীতেদসদ্ধোত্তা সা য়বিষ্টাসাম য়স্য বিধতো বৃধাসঃ।।**
ঋগ০ ৪.২.১০

অর্থাৎ হে জ্ঞানময় পরমেশ্বর, যার হিংসারহিত যজ্ঞকে তুমি প্রেমপূর্বক স্বীকার করো তার বাণী অত্যন্ত প্রেমময়ী ও শক্তিশালিনী হয়ে যায়। এইরকম সত্য উপাসকদের সঙ্গতি লাভ করে আমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই।

এইরূপ ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে অধ্বর শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়, যথা – মন্ত্র ১.২৬.১; ১.৪৪.১৩; ১.৭৪.১; ১.৯৩.১২; ১.১০.৮; ১.১৩৫.৩; ১.৫১.৩; ২.২.৫; ৩.১৭.৫; ৩.২০.১; ৩.২০.৫; ৩.৫৪.১২; ৪.৯.৬; ৪.১৫.২; ৪.৩৭.১; ৫.৪.৮;

৫.২৬.৩; ৫.২৮.৬; ৫.৪০.৫; ৬.২.৩; ৬.১৫.৭; ৬.১৬.২; ৭.৩.১; ৭.৪.১৬; ৮.৩.৫; ৭; ৮.২৭.১; ৮.৩৫.২৩; ৮.৪৬.১৮; ৮.৫০.৫; ১০; ৮.৬০.২; ৮.৬৬.১; ৮.৭১.১২; ৮.৯৩.২৩; ৯.৬৭.১; ৮.৭২.৫; ৮.৬৬.১; ৮.৭১.১২; ৮.৯৩.২৩; ৯.৬৭.১; ৮.৭২.৫; ৮.৮২.৩; ৮.৯৮.৩; ৮.১০২.৬; ৮; ১০.৮.৩; ৮.১১.৪; ৮.১৭.৭; ৮.২১.৬; ৮.৩০.১৫; ১০.৭৭.৮; ১০.২২.৭ ইত্যাদি।

## যজুর্বেদ যজ্ঞার্থে অধ্বরাদি শব্দ

যজুর্বেদের অনেক মন্ত্রে যজ্ঞের জন্য অধ্বর শব্দের প্রয়োগ হয়েছে এবং উপদেশের মাধ্যমে পশুহিংসার নিষেধ করা হয়েছে –

**দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি সমীক্ষন্তাং। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতাণি সমীক্ষে মিত্রস্য চক্ষুসা সমীক্ষামহে।।** যজু০ ৩৬.১৮

অর্থাৎ হে অজ্ঞানান্ধকার নাশক প্রভো, সব প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টি দিয়ে দেখুক, আমি সব প্রাণীকে (কেবল মনুষ্যই নয়) মিত্রের প্রেমময় দৃষ্টি দিয়ে দেখি, আমরা সকলে পারস্পরিক মিত্রতা অক্ষুন্ন রাখি।

যজু০১.১. মন্ত্রে যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'পশূন্ পাহি', পশুদের রক্ষা করো। যজু০৬.১১ মন্ত্রে পতি-পত্নীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে 'পশুংস্ত্রায়েথাম্' পশুদের রক্ষা করো। যজু০ ১৪.৮ মন্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে –

**দ্বিপাদব চতুষ্পাদ পাহি।**

অর্থাৎ হে মনুষ্য, তুমি দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্যদের এবং চতুষ্পদ অর্থাৎ পশুদের সর্বদা রক্ষা করো।

এইরূপ পশুরক্ষার প্রতিপাদনে এবং পশুহিংসার নিষেধে নির্দেশ আছে –

গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্।। যজু০১৩.৪৩

ইমং মা হিংসীর্দ্বিপাদং পশুম্।। যজু০১৩.৪৭

ইমং মা হিংসীরেক শফং পশুং কনিক্রদং বাজিনং বাজিনেষু।। যজু০১৩.৪৮

ইমমূর্ণায়ং বরুণস্য নাভিং ত্বচং পশূনাং দ্বিপদাং চতুষ্পদম্। ত্বষ্টুঃ প্রজানাং পরম জনিত্রমগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্।। যজু০১৩.৫০

এই রকম অজস্র মন্ত্র পাওয়া যায় যেখানে গাভী, অশ্ব, মেষাদি পশুদের প্রতি হিংসা করা নিষেধ করা হয়েছে। অধ্বর শব্দ যজ্ঞের সমার্থক ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, এইরকম মন্ত্রের সংখ্যা কমপক্ষে ৪৩।

ক) ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ।। যজু০১৫.৩৮

খ) বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে।। যজু০ ২.৪

গ) উপ প্রয়ন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে আরে অস্মে চ শৃন্বতে।। যজু০ ৩.১১

ঘ) হবিষ্মতীরিমা আপো হবিষ্মাং২১ আ বিবাসতি। হবিষ্মান্ দেবো অধ্বরো হবিষ্মাং ২ অস্তু সূর্যঃ।। যজু০ ৬.২৩

ঙ) হৃদে ত্বা মনসে ত্বা দিবে ত্বা সূর্যায় ত্বা। উর্দ্ধমিমধ্বরং দিবি দেবেষু হোত্রা য়চ্ছ।। যজু০৬.২৫

চ) মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্ দেবত্রা চ কৃনুহ্যধ্বরং নঃ।। যজু০ ২৯.২৬

সামবেদে অধ্বর শব্দ

সামবেদেও যজ্ঞের জন্য অধ্বর শব্দের ব্যবহার বহু মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়; যেমন – মন্ত্র ১৬ – **প্রতিত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে। মরুদ্‌ভিরগ্ন আগহি।।**

– এখানে যজ্ঞকে অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত শুভকর্ম এবং চারু অর্থাৎ উত্তম বলা হয়েছে এবং সেখানে বিদ্বানদেরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

**মন্ত্র ২১ – অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরানাং পুরুতমম্। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে।।**

– এখানে অগ্নি পরমেশ্বর ও জ্ঞানী বিদ্বান-অগ্রণী নেতাকে অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞকে বর্দ্ধিত ও প্রোৎসাহিত করার জন্য বলা হয়েছে।

**মন্ত্র ৩২ – কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনম্।।**

এখানেও যজ্ঞকে অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত শুভকর্ম বলা হয়েছে। যজ্ঞে সত্য ধর্ম (শাশ্বত নিত্য নিয়ম) রক্ষক, সর্বরোগনাশক, জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের স্তুতির উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া নিম্ন মন্ত্রগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা এগুলিতে যজ্ঞে পশুবলির স্পষ্ট নিষেধ পাওয়া যায়।

**ন কি দেবা ইনীমসি ন ক্যায়োপয়ামসি, মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি।।** সাম০পূ০ ২,৪,২

এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য লিখছেন – 'হে দেবাঃ! য়ুষ্মদ্ বিষয়ে কিমপি ন হিংস্ম শ্রুতৌ বিধিবাক্য প্রতিপদ্যং য়দ্ য়ুষ্মদ্ বিষযে কর্ম তৎ আচরামঃ।' (সামসংহিতা ভাষ্যম্ কলিকাতা সং পৃ০ ৯৫). সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ সত্যব্রত সামশ্রয়ী তাঁর ব্যাখ্যায় লিখেছেন – 'প্রাণিবধং কর্ম পশ্বাদিয়াগং ন কুর্মঃ।'

অর্থাৎ আমরা প্রাণিবধরূপ পশ্বাদিযাগ করি না। মীঞ্‌ হিংসায়াম্‌ প্রযুক্ত হয়েছে এতএব অর্থ পরিস্কার যে আমরা হিংসাত্মক কর্ম করি না। লোকদেরকে প্রলোভন দিয়েও মন্দ কর্ম করাই না। আমরা বেদের উপদেশ অনুযায়ী আচরণ করি। 'অধ্বর' শব্দের ব্যবহার বহুমন্ত্রে এসেছে যার দ্বারা পশুবলি নিষেধ করা হয়েছে সন্দেহ নাই।

**ক) ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তায়ঃ।।** পূর্ব০ ২.২.৫

**খ) ত্বমগ্রে গৃহপতিস্তং হোতা নো অধ্বরে। ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা য়ক্ষি য়াসি চ বার্য়ম্‌।।** পূর্বা০ ২.২.৬

**গ) তং হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসংবহ্নি দেবা অকৃন্বত। দধাতি রত্নং বিধর্তে সুবীর্য়ম্‌ অগ্নির্জনায় দাশুষে।।** উত্তরা০৭.৩.২

**ঘ) স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভির্য়জা মহঃ। আ দেবান্‌ বক্ষি য়ক্ষি চ।।** উত্তরা০ ৬.৩.৮.২

**ঙ) বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্রণীয়তে। বিপ্রো য়জ্ঞস্য সাধনঃ।।** উত্তরা০ ৬.৩.৫.২

সত্যব্রত সামশ্রমীর মতো মত ব্যক্তকরেছেন ভাষ্যকার নারায়ণ পুত্র মাধব। তিনি তাঁর বক্তব্য নিম্ন শব্দে ব্যক্ত করেছেন –

ন কি দেবা ইনীমসি। নেতি প্রতিষেধঃ। ইনীমসি। মিনাতেহিংসার্থকস্য মকারলোপঃ। তেনৈতদুক্তং ভবতি। হে দেবা ন ইনীমসি। প্রাণিবন্ধন কর্ম। পশ্বাদিয়াগং ন কর্ম, ইত্যর্থঃ। ন ক্যায়োপয়ামসি য়োপয়তির্বিমো হনকর্মা। স ইহ নিখননার্থেদ্রষ্টব্যঃ। মন্ত্র শ্রুত্যং মন্ত্রশ্রবণীয়ং জপাখ্যং চরামসি। জপং কুর্বন্তশ্চরামঃ। প্রাণিবধং ন কুর্মঃ। জপমেব কূর্মঃ ইত্যর্থঃ (সামবেদ সংহিতা ডঃ কুন্নন্‌রাজ সম্পাদিতা মাধব ভরত স্বামিভাষ্য সংহিতা অড্‌য়ার, মাদ্রাস পৃ০ ১৩৭.১৩৮)

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর ভাষ্যের সঙ্গে এর হুবহু মিল থাকায় পৃথকভাগে শব্দার্থ করার দরকার নেই। এখানেও পশুহিংসাত্মক যজ্ঞের নিষেধ অত্যন্ত স্পষ্ট।

## অথর্ববেদে অধ্বর শব্দ

অথর্ববেদেও এইরূপ বহুমন্ত্র উপস্থিত করা যেতে পারে যেখানে যজ্ঞের জন্য অধ্বর শব্দের প্রয়োগ এবং পশুহিংসাত্মক যজ্ঞের নিষেধ করা হয়েছে।

**ক) যশ্চর্ষণিপ্রো বৃষভঃ স্বর্বিদ য়স্মৈ গ্রাবাণঃ প্রবদন্তিনৃণাম্। য়স্যাধ্বরঃ সপ্তহোতা মদিষ্ঠঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ।।** অথর্ব০ ৪.২৪.৩

**খ) য়মঃ পরোব্যবরো বিবস্বান্ ততঃ পরংনাতি পশ্যামি কিঞ্চন। য়মে ধ্বরো অধিমে নির্বিষ্টো ভুবো বিবস্বানন্বততান।।**

অথর্ব০ ১৮.২.৩২

**গ) অমূর্য়া উপসূর্যে য়াভির্বা সূর্যঃ সহ। তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্।।** অথর্ব০ ১.৪.২

**ঘ) তনূনপাৎ পথ ঋতস্য য়ানান্ মধ্বা সমংজন স্বদয়াসুজিহ্ব। মন্মানি ধীভিরুত য়জ্ঞমৃন্ধন দেবত্রা চ কৃনুহ্যধ্বরং নঃ।।**

অথর্ব০ ৫.১২.২

**ঙ) অংহোমুচং বৃষভং য়জ্ঞিয়ানাং বিরাজন্তং প্রথমমধ্বরানাম্।**

**অপাং নপাতমশ্বিনা হুবে ধিয় ইন্দ্রিয়েন ত ইন্দ্রিয়ং দত্তমোজঃ।।** অথর্ব০ ১৯.৪২.৪

**চ) সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়।।**

অথর্ব০ ৩.১৬.৬

(২) মূখ্যতঃ যজ্ঞের সমানোর্থক শব্দ 'মেধ' কে অজমেধ

গোমেধ, পুরুষমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি শব্দমধ্যে লক্ষ্য করে (যদিও বেদে অশ্বমেধ শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না) বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার বিধান সম্বন্ধে ভ্রান্তি জন্মে। মেধৃ ধাতুর 'মেধা সংগমন য়োর্হিংসায়াং চ' এই ধাতু পাঠ অনুযায়ী মেধার তিনটি অর্থ হয় – শুদ্ধবুদ্ধি বৃদ্ধি করা, লোকদের মধ্যে একতা ও প্রেম বৃদ্ধি করা ও হিংসা। হিংসাই এই শব্দের একমাত্র অর্থ নয় যদিও প্রায়ই লোকেরা ভ্রান্তিবশত সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং অকারণে হিংসা শব্দের উপর জোর দেওয়ার কোন অর্থ হয়না। নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা এবং সাধারণ বুদ্ধিপ্রয়োগে হিংসা অর্থ গ্রহণ করা নিত্যন্ত অসঙ্গত মনে হয়।

পুরুষমেধ, পুরুষযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই তিনটি শব্দ সমান অর্থ বহন করে। মনুস্মৃতিতে নৃযজ্ঞের ব্যাখ্যা 'নৃযজ্ঞোऽতিথিপূজনম্' (মনু০ ৩.৭০) এইরূপ করা হয়েছে। এর অর্থ মনুষ্যকে যজ্ঞে বলি দেওয়া নয় বরং উত্তম বিদ্বানদের বিশেষত অতিথিদের পূজা অর্থাৎ সেবা-যত্ন করা। মেধৃ ধাতুর সংগমনার্থ গ্রহণ করলে এর তাৎপর্য দাঁড়ায় – মনুষ্যদেরকে উত্তম কার্যের জন্য সংগঠিত করা, তাদের মধ্যে ঐক্য ও প্রেম বৃদ্ধি করা। সামবেদ উত্তরার্চিক অধ্যায় ১৪২ – **'আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেऽরুষীরধিবর্হিষি। য়ত্রাভিসংনবামহে।।'** এই মন্ত্রের ঋষি নৃমেধ পুরুমেধ অষ্টম প্রপাঠকের 'পর্ষি তোকং তনয়ম্' – এই মন্ত্রের ঋষি নৃমেধ। এইগুলির অর্থ মনুষ্যদেরকে যজ্ঞে বলি দেওয়া নয় বরং মনুষ্যমধ্যে সংগতিকরণ অথবা মেলামেশা বৃদ্ধি করা। গোমেধ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

অজমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদির বাস্তবিক অর্থ অন্য। ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও মহাভারতে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, যেমন –

'রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ।' বীর্য়ং বা অশ্ব (শতপথ০ ১৩.১.৬১)।।

অর্থাৎ অশ্ব শব্দ বীর্যবাচক ও বটে অতএব, দেশবাসীর শৌর্য-বীর্য বৃদ্ধি করা এবং রাষ্ট্রকে সম্যক্ পরিচালনা করা 'অশ্বমেধ' শব্দের অভিপ্রায়।

'অজ' এক ধান্যবিশেষের নাম যা যজ্ঞে প্রদান করা হয়, মহাভারতে এইরকম নির্দেশ লক্ষিত হয়।

**অজৈর্য়জ্ঞেষু ষষ্টব্যম্, ইতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।**
**অজ সংজ্ঞানি বীজানি, ছাগান্নো হন্তুমর্হথ।।**
**নৈষ ধর্মঃ সতাং দেবাঃ, য়ত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ।।**

– শান্তিপর্ব অ০ ৩৩৭

অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে যখন কথিত হয় যে, অজ দ্বারা যজ্ঞে হবন করা উচিত তখন তার অভিপ্রায় অজ নামক বীজ, ছাগ-বধ করা নয়, পশুহিংসা সৎলোকের ধর্ম নয়। সুবিখ্যাত নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বিষ্ণু শর্মা তাঁর পঞ্চতন্ত্রেও এই কথা বলেছেন –

**এতেऽপি য়ে য়াজ্ঞিকা, য়জ্ঞকর্মণি পশূন ব্যাপাদয়ন্তি তে মূর্খাঃ, পরমার্থ শ্রুতের্ন জানন্তি। তত্র কিলৈতদুক্তম্ অজৈর্য়জ্ঞেষু য়ষ্টব্যমিতি অজাস্তাবদ্ ব্রীহয়ঃ সাপ্তবার্ষিকাঃ কথ্যন্তে ন পুনঃ পশু বিশেষাঃ। উক্তং চ বৃক্ষান্ ছিত্বা পশূন হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্। য়দ্যেবং গম্যতে স্বর্গং নরকং কেন গম্যতে।।**
–কাকোলুকীয়ম্

অর্থাৎ এই যে সব যাজ্ঞিকরা, যজ্ঞ কর্মে পশুহিংসা করে, তারা মূর্খ, তারা বেদের বাস্তব অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি, যেখানে 'অজৈর্য়জ্ঞেষু য়ষ্টব্যাম্' বলা হয়েছে সেখানে ব্রীহি বা পুরাতন ধান্য বিশেষ গ্রহণ করা উচিত, ছাগপশু নয়। যদি পশুদের হিংসা করে এবং তাদের রুধির কর্দমাক্ত করে কেউ যদি স্বর্গে যেতে পারে, তাহলে নরকে যাওয়ার রাস্তা কোন্‌টি ? অর্থাৎ পশুহিংসাত্মক যজ্ঞে স্বর্গ নয় নরক প্রাপ্তি ঘটে। এখানে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, জৈনদের

স্যাদ্বাদমঞ্জরী নামক গ্রন্থেও যজ্ঞ প্রকরণে 'অজ' শব্দের অর্থ ধান্যদিপরক মানা হয়েছে, যথা –

তথা হি কিল বেদে 'অজৈর্য়ষ্টব্যম্' ইত্যাদি বাক্যেষু মিথ্যাদৃশোঽজশব্দং পশুর্বাচকং ব্যাচক্ষতে। সম্যগ্দৃশস্তু জন্মাপ্রায়াগ্যং ত্রিবার্ষিকং য়বব্রীহাদি, পঞ্চবার্ষিকং তিলমসূরাদি সপ্তবার্ষিকং কঙকুসর্ষপাদি ধান্যপর্যায়তয়া পর্য়বসায়য়ন্তি।

অর্থাৎ 'অজ দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত' ইত্যাদি বাক্যে অজ্ঞানীরা অজ শব্দকে পশুবাচক মনে করে, সম্যগ্দৃশ বা জ্ঞানীরা কিন্তু অন্যরকম ধারণা করেন। তাঁদের মতে তিন বৎসর পুরাতন যব, ব্রীহি ইত্যাদি, পাঁচ বৎসরের তিলমসূরাদি এবং সাত বৎসরের কঙ্কুসর্ষপাদি ধান্যের পর্যায়বাচী। স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পৃষ্ঠা ১৭৫

(৩) মহাভারতে বহুবার স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে বেদে মদ, মাংস, পশুমাংসের বলি বা তা খাওয়া ইত্যাদির কোন বিধান নেই। এই পশুহিংসাত্মক যজ্ঞ মনুর সিদ্ধান্ত বিরোধী। ধূর্ত, নাস্তিক, লোভী, অব্যবস্থিত চিত্ত ও সংসারাত্মক মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকেরা ধনেচ্ছা হেতু বেদের বাস্তবিক অভিপ্রায় উপলব্ধি না করতে পেরে এই রকম শুরু করেছিল, বস্তুতঃ এটা অধর্ম ও পাপ, ধর্ম বা পুণ্য কর্ম নয়। নিম্নলিখিত শ্লোক এই বিষয়ে কী বলছে দেখুন –

**সুরা মৎস্যাঃ পশোর্মাংসম্, আসবং কৃশরৌদনম্।**
**ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং য়জ্ঞে, নৈতদ্বেদেষু বিদ্যতে।।**
**অব্যবস্থিতমর্য়াদৈঃ, বিমূঢ়ৈ নাস্তিকৈর্নরৈঃ।**
**সংশয়াত্মভির ব্যক্তৈর্হিংসা সমনুবর্ণিতা।।**
**সর্ব কর্মস্বহিংসাং হি, ধর্মাত্মা মনুরব্রবীৎ।**
**কামকারাদ্ বিহিংসন্তি, বহির্বেদ্যাং পশূন্ নরা।।**
**লুব্ধৈর্বিত্তপরৈর্ব্রহ্মণ্, নাস্তিকৈঃ সংপ্রবর্তিতম্।**

বেদবাদানবিজ্ঞায়, সত্যাভাসমিবানৃতম্ ।।

– শান্তিপর্ব অ০ ২৬৩ .৬।

মানান্মোহাচ্চ লোভাচ্চ, লৌল্যমেতৎ প্রকল্পিতম্।
বিষ্ণুমেবাভিজানন্তি, সর্বয়জ্ঞেষু ব্রাহ্মণাঃ ।।
পায়সৈঃ সুমনোভিশ্চ, তস্যাপি য়জনং স্মৃতম্।
য়ে চৈব য়জ্ঞিয়া বৃক্ষাঃ, বেদেষু পরিকল্পিতাঃ ।।
তস্মাৎ প্রমাণতঃ কার্য্যো ধর্মঃ সূক্ষ্মো বিজানতা।
অহিংসা সর্বভূতেভ্য ধর্মেভ্যো জ্যায়সী মতা ।।

– শান্তিপর্ব অ০ ২৬৫

এই শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটির ভাবার্থ প্রথমে বলা হয়েছে। বাকীগুলির ভাবার্থ এইরূপ –

যাদের শাস্ত্র-মর্যাদার জ্ঞান নেই, যারা নিতান্ত মূর্খও নাস্তিক তারাই যজ্ঞে পশুহিংসার বিধান করেছে। ধর্মাত্মা মনু সর্ব কর্মে অহিংসার বিধান দিয়েছিলেন। যারা যজ্ঞবেদীতে বা অন্যত্র পশুহিংসা করে থাকে তারা স্বেচ্ছায় সে সব করে। মনু মহারাজের আজ্ঞা সেরকম নয়। এইজন্য জ্ঞানীকে শাস্ত্র প্রমাণপূর্বক সূক্ষ্ম ধর্মের নির্ণয় করা উচিত। সর্বপ্রাণীদের প্রতি অহিংসা সব ধর্মে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা হয়েছে। মদ, মৎস্য, মাংস ও মাদক দ্রব্যের সেবন ইত্যাদি ধূর্তদের দ্বারা যজ্ঞে চালিত হয়েছে। বেদে এরকম কোন বিধান নেই। অভিমান, মোহ ও লোভ থেকে এই চঞ্চল প্রবৃত্তির জন্ম হয়েছে। ব্রাহ্মণ সর্বযজ্ঞে সর্বব্যাপক পরমেশ্বরকেই জানেন। সে যজ্ঞ দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং যজ্ঞীয় বৃক্ষের সমিধা দ্বারা সম্পন্ন হয়।

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যজ্ঞে পশুবলি নিতান্ত ধূর্তকল্পিত। এইজন্য শ্রোতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, স্মৃতি ও অন্যান্য গ্রন্থে এইরকম যে সব বচন পাওয়া যায় সেগুলি বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় অমান্য ও প্রক্ষিপ্ত।

প্রাচীন গ্রন্থে এইরকম বহু প্রক্ষিপ্ত হয়ে আসছে এ কথা বিখ্যাত দ্বৈতবাদী আচার্য মধ্বাচার্য বা আনন্দতীর্থ 'মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয়' গ্রন্থে এইভাবে বলেছেন –

**ক্বচিদ্ গ্রন্থান্ প্রক্ষিপন্তি, ক্বচিদন্তরিতানপি।**

**কুর্য্যুঃ ক্বচিচ্চ ব্যত্যাসং, প্রমাদাৎক্বচিদন্যথা।।**

**অনুৎসন্না অপিগ্রন্থাঃ ব্যাকুলা ইতি সর্বশঃ।।**

(মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয়, অ০২, সর্বমূল কুম্ভঘোণম্ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯০৭)

অর্থাৎ ধূর্ত ব্যক্তিরা কোন গ্রন্থে কোথাও প্রক্ষিপ্ত করে দেয়, কোথাও কিছু বাক্য লুকিয়ে ফেলে, কোথাও প্রমাদবশত পরিবর্তন করে এবং কোথাও জ্ঞানবশত পরিবর্তন করে। এইভাবে যে গ্রন্থ এখনও নষ্ট হয়নি সেও অক্ষত অবস্থায় নেই অর্থাৎ তাতেও প্রচুর প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

এইজন্য কৌশিক সূত্রের ১৩, ১-৬ থেকে যে উদ্ধৃতি Vedic Ageর লেখক উপস্থাপিত করেছেন –

**সিংহে ব্যাঘ্রে য়শোহবিরিতি স্নাতকসিংহ ব্যাঘ্র বস্ত কৃষ্ণবৃষভরাজ্ঞাং নাভিলোমানি। দশানাং শান্ত বৃক্ষানাং শকলানি। ৫। এতয়োঃ প্রাতরগ্নিং গিরাবর গরাটেষু দিবস্পৃথিব্যা ইতি সপ্ত মর্মাণি স্থালীপাকে পৃক্তান্যশ্নাতি।৬।**

অর্থাৎ সিংহ, ব্যাঘ্র, ব্রহ্মচারী, বৃষ, রাজা ইত্যাদির শরীরাংশ মিশ্রিত করে বিশেষ প্রকার শক্তি অর্জন করার জন্য খাওয়া হোক ইত্যাদি সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় অপ্রামাণিক মনে করি। এইরূপ কুসংস্কারমূলক বেদবিরুদ্ধ বচন কোন গ্রন্থে লক্ষিত হলে তা অপ্রামাণিক বলে ধরে নিতে হবে। মহাভারতের উল্লেখিত সাক্ষ্য অনুযায়ী এইরকম বচন ধূর্ত, নাস্তিক, মূর্খ, ধনলোভী লোকদের দ্বারা কল্পিত, সুতরাং এই সব শ্লোকের কোন

প্রামাণিকতা নেই। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের নিম্নশ্লোকও অত্যন্ত স্পষ্ট ও সশক্ত প্রমাণ বহন করার জন্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমরা সর্বত্র এটা লক্ষ্য করেছি যে, সাক্ষাৎ কৃতধর্মা ঋষিরা পশু হিংসাত্মক যজ্ঞের সব সময় প্রবল বিরোধিতা করেছেন। এখানে নিম্নশ্লোকেও তার প্রমাণ দেখুন

**ততো দীনান্ পশূন্ দৃষ্টবা, ঋষয়স্তে তপোধনাঃ।**
**ঊচুঃ শক্রং সমাগম্য, নায়ং য়জ্ঞবিধিঃ শুভঃ।।**
**অপরিজ্ঞানসেতওে, মহান্তং ধর্মমিচ্ছতঃ।**
**নহি য়জ্ঞে পশুগণাঃ, বিধিদৃষ্টাঃ পুরন্দর।।**
**ধর্মোপঘাতকস্তেষ, সমারম্ভ স্তব প্রভো।**
**নায়ং ধর্মকৃতো য়জ্ঞো ন হিংসা ধর্ম উচ্যতে।।**
**আগমেনৈব তে য়জ্ঞং, কুর্বন্ত যদি চেচ্ছসি।**
**বিধিদৃষ্টেন য়জ্ঞেন, ধর্মস্তেষু মহান্ ভবেৎ।।**

– অশ্বমেধ পর্ব অধ্যায় ৯১।

অর্থাৎ তপোধন ঋষিরা দীন পশুদের দেখে বললেন – 'এই যজ্ঞের বিধি সংগত নয়। ধর্মোচ্ছুক, তোমাদের এটা বিশাল অজ্ঞানতা। যজ্ঞে পশুবধের কোন বিধান নেই। এর ফলে তোমাদের ধর্মের নাশ হবে। তোমরা যদি চাও তাহলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী যজ্ঞ করো। এটাই হবে মহান ধর্ম।'

ঋষিদের লক্ষণ সম্বন্ধে নিরুক্তে বলেছে – 'সাক্ষাৎ কৃতধর্মান্ ঋষয়ঃ' অথবা 'ঋষয়ো মন্ত্র দ্রষ্টারঃ' অর্থাৎ যারা যথার্থ তত্ত্ব বুঝেন এবং ধর্মকে সাক্ষাৎ করেন। এমন ঋষিরা যখন যজ্ঞাদিতে পশুবধ অজ্ঞানমূলক, ধর্মনাশক, বেদাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও পাপ বলছেন তখন আর কী কোন সন্দেহ থাকতে পারে? মহাভারতের শান্তিপর্বেও বলা হয়েছে –

**ধ্রুবং প্রাণিবধো য়জ্ঞে, নাস্তি য়জ্ঞস্তহিংসকঃ।**

তেতো হিংসাত্মক কার্য়ঃ, সদা য়জ্ঞো যুধিষ্ঠির।।
য়ূপং ছিত্বা পশূন্ হত্যা, কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।
য়দৈবং গম্যতে স্বর্গঃ, নরকং কেন গচ্ছতে।।

অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে যজ্ঞে পশুবধ বিহিত নয়। যজ্ঞ সর্বদা অহিংসাত্মক এবং তাকে অহিংসাত্মক রূপেই করা দরকার। পশুদের মেরে এবং তাদের রক্তে কর্দম করে, যদি স্বর্গে যাওয়া যায় তবে নরকে যাওয়ার উপায় কী ? (পঞ্চতন্ত্রের কাকোলূকীয়, সরস্বতী প্রেস, মোরাদাবাদ পৃ০ ২৬৬)।

**'য়ূপং ছিত্বা পশূন্ হত্বা'**

এখানে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করার কারণ এই, শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু বিদ্বান্ তাঁদের গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। শ্রী বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্রে এবং স্যাদ্বাদ মঞ্জরীতে শ্রী মল্লিষেণ এর উল্লেখ করেছেন। শ্রী বিজয় রাজেন্দ্র সূরীশ্বর কৃত 'অভিধান রাজেন্দ্র' সপ্তম ভাগের পৃ০ ১২২৯ এর উল্লেখ এইভাবে পাওয়া যায়–

তথা চ পঠন্তি পারমর্ষাঃ –
**য়ূপং ছিত্বাপশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।**
**য়দ্যেবং গম্যতে স্বর্গং, নরকে কেন গম্যতে।।**

অর্থাৎ পরমর্ষি অনুযায়ী এই শ্লোক পাঠ করা হয় যেখানে যজ্ঞে পশুবধ স্বর্গ নয় বরং নরকের দ্বার বলা হয়েছে।

পরমর্ষি শব্দের ব্যাখ্যায় সংস্কৃতের বিখ্যাত বিশ্বকোষ 'বাচস্পত্যবৃহদভিধানের' পৃ০ ৪২৩৭ এ লিখিত আছে –

পরমর্ষি – বেদব্যাসাদিষু ঋষিষু।

অর্থাৎ পরমর্ষি শব্দের প্রয়োগ বেদব্যাসাদি কয়েকজন মহর্ষিদের জন্য প্রযুক্ত হয়।

শ্রী রাধাকান্ত দেব রচিত 'শব্দ কল্পদ্রুম' গ্রন্থের তৃতীয় কান্ডের

৫০ পৃষ্ঠায় পরমর্ষির ব্যাখ্যা করার সময় তিনি লিখেছেন –
'বেদব্যাসো হি পরমর্ষি যথা মহাভারতে ১.১.১৭ দ্বৈপায়নে-
য়ং প্রোক্তং, পুরানং পরমর্ষিনা।।'

বেদব্যাস ব্যতিরেকে অন্যান্য কয়েকজন মহর্ষিও পরমর্ষি
শব্দে গ্রহণ হয়ে থাকবে কিন্তু এর দ্বারা মুখ্যতঃ বেদব্যাসকে
বুঝানো হয়। শ্রী বিজয়েন্দ্র সূরীশ্বর মতানুযায়ী উক্ত শ্লোকটি
মহাভারতেরই প্রতীত হয় যদিও সে সম্বন্ধে আমরা সঠিক নিশ্চিত
নই।

আমাদের মাননীয় বেদোপাধ্যায়, বেদের বিখ্যাত বিদ্বান
পন্ডিত বিশ্বনাথ বিদ্যামার্তন্ড বর্তমান সম্পাদক "বৈদিক
অনুসন্ধান" দিল্লী, তাঁর লিখিত উত্তম গ্রন্থ "বৈদিক পশুযজ্ঞ
মীমাংসা" ১০৫ পৃষ্ঠায় এই মন্ত্রটিকে শান্তিপর্বের বলে উদ্ধৃত
করেছেন। জগদ্‌বিখ্যাত বিদ্বান এবং সৌভাগ্যবশত ভারতের
মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ড০ রাধাকৃষ্ণন ১৯৫৫ সালে গুরুকুল
কাংগড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ
বক্তৃতায় 'য়ুপং ছিত্বা পশূন্ হত্বা' এই সম্পূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃত
করেছিলেন। স্যাদ্বাদ মঞ্জরী নামক গ্রন্থে ব্যাসদেবের নামে যেস
শ্লোক দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নিম্নটি উল্লেখযোগ্য –

**প্রাণিঘাতাত্তু য়ো ধর্মম্, ঈহতে মূঢ়মানসঃ।**
**স বাঞ্ছতি সুধাবৃষ্টিং, কৃষ্ণহি মুখ কোটরাৎ।।**

স্যাদ্বাদ মঞ্জরী, পৃ০ ৮০

অর্থাৎ যে মূর্খ প্রাণিহিংসা দ্বারা ধর্মের ইচ্ছা করে সে কৃষ্ণ
সর্পের মুখ থেকে অমৃত বর্ষা আশা করে।

অশ্বমেধ যজ্ঞ হিংসাত্মক নয় –

অশ্বমেধ সম্পর্কে প্রায়ই এই ধারণা প্রচলিত যে, (Vedic Ag
নামক গ্রন্থের লেখকের মতেও) এই যজ্ঞে অশ্বের বলি দেওয়া

হতো কিন্তু মহাভারত, শান্তিপর্বের অধ্যায় ৩, ৩৩৬ শ্লোকে বসু মহারাজের অশ্বমেধের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে সেই সময়কার বিখ্যাত মহান্ ঋষিরা ও বিদ্বানেরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে অশ্ববলি দেওয়ার কোন কথাই নেই। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখুন –

**তস্য যজ্ঞো মহানাসীদ শ্বমেধো মহাত্মনঃ।**
**বৃহস্পতিরুপাধ্যায়ঃ, তত্র হোতা বভূব হ।।**
**প্রজাপতিসুতাশ্চাত্র, সদস্যাশ্চাভবংস্ত্রয়ঃ।।৩৪।।**
**ঋষি র্মেধাতিথিশ্চৈব, তাণ্ড্যশ্চৈব মহানৃষিঃ।**
**ঋষিঃ শান্তির্মহাভাগঃ, তথা বেদশিরাশ্চ য়ঃ।।**
**ঋষিশ্রেষ্ঠশ্চ কপিলঃ, শালিহোত্রপিতা চ য়ঃ।**
**আদ্যঃ কঠস্তিত্তিরিশ্চ, বৈশম্পায়নপূর্বজঃ।**
**কম্বোऽথ দেবহোত্রশ্চ, এতে ষোড়শ কীর্তিতাঃ।।৬।।**
**সংভৃতাঃ সর্বসংভারাঃ, তস্মিন্ রাজন্ মহাক্রতৌ।**
**ন তত্র পশুঘাতোऽভূৎ, সরাজৈবং স্থিতোऽভবৎ।**
**অহিংস্রঃ শুচিরক্ষুদ্রঃ, নিরাশীঃ কর্মসংস্তুতঃ।।১১।।**

অর্থাৎ বসু রাজার অশ্বমেধ নামক যজ্ঞ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। বৃহস্পতি সেখানে উপাধ্যায়, প্রজাপতির তিন পুত্র এবং অন্য অনেক বিখ্যাত ঋষি ছা ড়া ঋষি শ্রেষ্ঠ কপিল, কঠ, তৈত্তিরি, কম্বাদি সেই যজ্ঞের ঋত্বিক ছিলেন। সেই যজ্ঞটি ছিলো হিংসারহিত (অহিংস্রঃ), পবিত্র ও মহান। সেখানে পশুদের প্রতি কোনরূপ আঘাত হানা হয়নি (ন তত্র পশুঘাতো অভূবৎ)। যাঁরা অশ্বমেধের অর্থ অশ্বকে বলি দেওয়া মনে করেন তাঁরা একবার চক্ষু খুলে এই অহিংস মহান্ যজ্ঞের বর্ণনা পাঠ করুন। এর হোতাদের মধ্যে আচার্য বৃহস্পতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিল এবং কঠসংহিতা তৈত্তিরীয় সংহিতা, কান্বসংহিতাদির প্রবক্তা

ঋষিরাও ছিলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ অহিংস রীতিতে এই মহান যজ্ঞ সম্পাদনা করেন। এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান প্রচলিত তৈত্তিরীয় সংহিতাদিতেও কয়েকটি স্থানে যজ্ঞে পশুবধের প্রতিপাদন মনে হয়। পরবর্তীতে এটা মিশ্রিত বা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

## যজ্ঞে পশু-প্রদর্শনী

এখানে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। মেধ ধাতু 'সংগমন' অর্থও হয় মহাভারতাদির যজ্ঞ প্রকরণে তার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন মহাভারত অশ্বমেধপর্বের ৮৫ অধ্যায়ে নিম্ন বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন —

**স্থলজা জলজা য়ে চ, পশবঃ কেচন প্রভো,**
**সর্বানেব সমানীতান, অপশ্যংস্তত্রতে নৃপাঃ।।৩২।।**
**গাশ্চৈব মহিষীশ্চৈব, তত্র বৃদ্ধ স্ত্রিয়োঽ পি চ।**
**ঔদকানি চ সত্ত্বানি, শ্বাপদানি বয়াংসি চ।।৩৩।।**
**পর্বতানূপজাতানি, স্বেদজান্যুদভিজানি চ।**
**জরায়ুজাণ্ডজাতানি, ভূতানি দদৃশুশ্চ তে।।৩৪।।**
**এবং প্রমুদিতং সর্বং, পশু গোধনধান্যতঃ।**
**যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্টা, পরং বিস্ময়মাগতাঃ।।৩৫।।**

— অশ্বমেধ পর্ব অধ্যায় ।।৮৫।।

অর্থাৎ যজ্ঞমন্ডপে লোকেরা স্থলচর ও জলচর পশু নিয়ে উপস্থিত হয়েছে দেখা গেলো। সেখানে বহুপ্রকারের গাভি, মহিষী, বৃদ্ধা, জলচর জন্তু ও পক্ষী ছিলো। পর্বতও অনুপের স্বেদজ্, উদ্ভিজ্, জরায়ুজ্ ও অন্ডজ্ জন্তুর সেখানে সমাবেশ করা হয়েছিল। এইরূপ পশু, গৌ, ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ও আনন্দিত যজ্ঞমন্ডপ দেখে রাজা আশ্চর্যচকিত হলেন।

এর দ্বারা গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, অবিমেধাদির প্রদর্শনী স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়।

## আলম্ভ, সংজ্ঞপন ও অবদান শব্দের অনর্থ

যেখানে শব্দের স্বার্থ ও লোভের কারণে যজ্ঞে পশুবলির মতো নিন্দনীয় প্রথা প্রচলিত হয়েছিল সেখানে প্রাচীনগ্রন্থে প্রযুক্ত আলম্ভ, সংজ্ঞপন ও অবদান ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝতে না পারার জন্যও এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল – শাস্ত্রাধ্যয়ন করে এইরকম আমরা জানতে পারি।

**প্রজাপতয়ে পুরুষান্ হস্তিন্ আলভতে, বাচে পুষীংশ্চক্ষুষে মশকান্, শ্রোত্রায়ভৃঙ্গান্। অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত।** যজু০অ০২৪

ইত্যাদি বাক্য যজ্ঞে পশুহত্যার সমর্থকেরা প্রায়ই উদ্ধৃত করে থাকে। কিন্তু এটা অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছু নয়। আঙ্পূর্বক লভ্ ধাতু থেকে 'আলম্ভ' শব্দ হয়। এর অর্থ ভালো ভাবে প্রাপ্ত করা, স্পর্শ করা বা দেওয়া। বধার্থক ধাতুতে নিঘন্টু বা ধাতুপাঠাদিতে 'আলভ' শব্দের কোথাও প্রয়োগ নেই। নিম্ন প্রমাণ দ্বারা নিসন্দেহে বিষয়টি আরও বেশী পরিস্কার হবে –

(১) মনুস্মৃতি ২ অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীদের কর্তব্য প্রকরণে নিম্ন শ্লোক পাওয়া যায় –

**বর্জয়েন্মধুমাংসং চ, মাল্যং গন্ধং রসান স্ত্রিয়ঃ।**
**স্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণালম্ভম্ উপঘাতং পরস্য চ।।** ২/১৭৭

এখানে মহিলাদেরকে দেখা ও আলভের নিষেধ করা হয়েছে। আলম্ভ শব্দের হিংসা অর্থ করা এখানে আদৌ সমীচীন নয়। তার স্পর্শ অর্থ করা সঙ্গত এবং টীকাকাররাও সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন।

(২) পারস্কর গৃহ্যসূত্রে উপনয়ন প্রকরণে নিম্ন বাক্য দেখতে পাওয়া যায় –

অথাস্য (ব্রহ্মচারিনঃ) দক্ষিণাংসম্ অধিহৃদয়ম্ আলভতে।
(দ্বিতীয় কান্ড দ্বিতীয় কন্ডিকা স০ ১৬)

অর্থাৎ আচার্য ব্রহ্মচারীর হৃদয় স্পর্শ করে।

হরিহর, গদাধর, ইত্যাদি ভাষ্যকারেরা আলভতের অর্থ 'স্পৃশতি' (স্পর্শ করে) করেছেন।

(৩) পারস্কর গৃহ্যসূত্রের বিবাহ প্রকরণে দেখুন – **বরো বধ্বা দক্ষিণাংসম অধি হৃদয়ম্ আলভতে।।**

(পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১.৮.৮)

অর্থাৎ বর বধূর দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়ে তার হৃদয় স্পর্শ করে।

এখানেও জয়রাম, হরিহরাদি ভাষ্যকারেরা আলভতে শব্দের অর্থ স্পৃশতি (স্পর্শ করে) করেছেন।

(৪) এইরূপ পারস্কর গৃহ্যসূত্রের জাতকর্ম প্রকরণে এই বাক্যটি দেখা যায় –

**কুমারং জাতং পুরান্যৈরালম্ভাৎ সর্পির্মধুনী হিরণ্যয়েন প্রাশয়েৎ।**

অর্থাৎ বালকের জন্ম হবার পর অন্য কারও স্পর্শলাভ করার পূর্বে স্বর্ণশলাকা দ্বারা তাকে ঘৃত ও মধুর স্বাদ গ্রহণ করাবে। এখানেও 'আলম্ভ' শব্দের অর্থ 'স্পর্শ' অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে। এ নিয়ে কারও কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। মীমাংসা দর্শনের ২.৩.১৭ সূত্রটির টীকায় সুবোধিনী টীকাকার লিখছেন -

**বৎসস্য সমীপ আনয়নার্থম আলম্ভঃ স্পর্শো ভবতি।**

এখানে আলম্ভ শব্দের অর্থ স্পর্শ করা হয়েছে।

এই জন্য –

**প্রজাপতয়ে পুরুষান্ হস্তিন আলভতে বাচে প্লুষীংশ্চক্ষু ষে মশকান্ শ্রোত্রায় ভৃঙ্গান্।**

ইত্যাদি মন্ত্র ও 'অগ্নিষোমীয়ং পশুমা আলভেত' আদি ব্রাহ্মণ বাক্যে আলভতে শব্দের অর্থ স্পর্শ অথবা প্রাপ্তি অর্থ নেওয়া উচিত – বধ করা নয়। সুতরাং 'প্রজাপতয়ে পুরুষান্ হস্তিন আলভতে' পদের অর্থ দাঁড়াবে যে প্রজাপতি রাজার সেবা হেতু বীর পুরুষ ও হাতি (আলভতে) প্রাপ্ত হোক (চক্ষুষে মশকান্) চক্ষুর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশকদেরকে দেখুক। যেমন চক্ষুর রূপে তারা মুগ্ধ হয় সেইরূপ উত্তম রূপের প্রতি চক্ষু নিবদ্ধ করো। (শ্রোত্রায় ভৃঙ্গাঃ) শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য (ভৃঙ্গাঃ) ভ্রমরদেরকে প্রাপ্ত করুক, তাদের মধুর ঝঙ্কার শ্রবণ করুক। প্রজাপতি রাজার জন্য বীরপুরুষ ও হাতিকে বধ করবে এরকম অর্থ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

**বসন্তায় কপিঞ্জলা নালভতে গ্রীষ্মায় কলবিঙ্কান্ বর্ষাভ্যস্তিত্তিরীন্ শরদে বর্তিকা হেমন্তায় ককরান্ শিশিরায় বিকিকরান্।।**
যজু০২৪.২০

এই মন্ত্রে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি বিশেষ ঋতুগুলির সঙ্গে কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক, তিত্তিরি (তিতর) পক্ষীদের সম্বন্ধ নির্দেশ করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে পক্ষীবিদ্যার অধ্যয়ন ও অনুশীলনের জন্য সেই সেই ঋতুতে সেই সেই পক্ষী প্রাপ্ত করে, তাদের ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করা হোক। এখানে ঋতুবিশেষে পক্ষীদেরকে বধ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

## সংজ্ঞপন শব্দের অর্থ

সংজ্ঞপন শব্দের প্রয়োগ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও শ্রোত সূত্রগুলিতে বেশ কয়েকবার এসেছে। অনেকে এর অর্থ 'এখনই বধ করা' মনে করে কিন্তু এটা অজ্ঞানতা বই অন্য কিছু নয়।

অথর্ব বেদের নিম্ন মন্ত্রে সংজ্ঞপন ও সংজ্ঞপয়ামি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে যার অর্থ জ্ঞান দেওয়া, দেওয়ানো, মিলন করা,

প্রকরণের মাধ্যমেই অর্থ পরিস্ফুট–

**সং বঃ পৃচ্যন্তাং তন্বঃ সং মনাংসি সমুব্রতা।**

**সংবোऽয়ং ব্রহ্মণস্যতিঃ ভগঃ সংবো অজীগমৎ।।**

**সংজ্ঞপনং বো মনসোऽথো সংজ্ঞপনং হৃদঃ।**

**অথো ভগস্য য়চ্ছ্রান্তং তেন সংজ্ঞপয়ামি বঃ।।**

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, তোমরা মিলিত হয়ে ব্যায়ামাদি করো, তোমাদের মন মিলিত হোক, তোমাদের ব্রত এক সমান হোক। জ্ঞানেশ্বর ভগবান তোমাদেরকে সর্বদা মিলিত রাখুন। তোমাদের মনের জ্ঞানপূর্বক মিলন হোক, তোমাদের হৃদয়ের জ্ঞানপূর্বক ভালো মতো মিলন হোক। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অনাসক্তি ইত্যাদির যে পরিণাম তার দ্বারা আমি তোমাদেরকে ভালোভাবে জ্ঞানযুক্ত করে মিলন করাই।

এইরূপ শতপথ ব্রাহ্মণের কা০১ অ০৪ একটা আখ্যায়িকায় এই শব্দটি এসেছে –

**(মনসঃ) শ্রেয়সী অস্মি, য়দ বৈ ত্বং বেত্থাহং তদ্ বিজ্ঞপয়ামাহং সংজ্ঞপয়ামিতি।**

অর্থাৎ আমি বাণী তুমি মন, তোমার থেকে আমি শ্রেষ্ঠ, কেননা তুমি যা চিন্তা করো আমি তা প্রকাশ করি, আমি তা ভালোমতো অন্যদেরকে জানিয়ে দিয়ে থাকি (সংজ্ঞপয়ামি) এই জন্য 'এষ বা স্বর্গো লোকো য়ত্র পশুং সংজ্ঞপয়ামি' ইত্যাদির অর্থ এই যে, যেখানে অজ্ঞানী পশুসদৃশ বালককে উত্তম জ্ঞানী করা হয় তাকে স্বর্গলোক বলে। বিস্তার ভয়ে আপাতত এই নির্দেশগুলি যথেষ্ট।

Vedic Age, Page 378 লিখিত আছে যে Animal acrifices are indicated by the Apri-Suktas and the horse-sacrifice (Ashva Medha) was undoubtedly performed.

অর্থাৎ আপ্রী-সূক্ত অনুযায়ী পশুবলি সূচিত হয় এবং নিঃসন্দেহে অশ্ববধ করা হতো।

বাস্তবিকপক্ষে যদি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে, একাগ্রচিত্তে সমস্ত আপ্রী সূক্তের অধ্যয়ন করা হয় আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে সেখানে পশুবধের কোন গন্ধ নেই। যজ্ঞের জন্য সেখানে বহুবার অধ্বর শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। আপ্রী সূক্তে পশুবধ সমর্থনকারী কোন মন্ত্র নেই, কিন্তু যেমন মহাভারতে বলা হয়েছে –

**অব্যবস্থিত মর্য়াদৈর্বিমূঢ়ের্নাস্তিকৈ নরৈঃ।**
**সংশয়াত্মভির ব্যক্তৈহিংসা সমনুবর্ণিতা।।**

(অর্থ আগেই বলা হয়েছে) যদি অজ্ঞানতা ও ভ্রমবশত পশুহিংসাত্মক যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে ঐ সূক্তগুলির বিনিয়োগ সেখানে করে দেওয়া হয় তাহলে কি প্রতিপন্ন হবে যে উক্ত মন্ত্রগুলিতে পশুহিংসার বিধান প্রদত্ত হয়েছে ? মধ্যকালে ও বর্তমান কালে বিনিয়োগ অত্যন্ত অশুদ্ধভাবে প্রচলিত যার সঙ্গে মন্ত্রার্থের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন – 'শংনো দেবীরভিষ্টয়ে' এই ঈশ্বর ও আধিদৈবিক দৃষ্টি দিয়ে জল সম্বন্ধীয় মন্ত্রের কেবল 'শংনঃ' এই শব্দ দেখেই শনৈশ্চর পূজায়, 'উদবুধ্যস্বাগ্নে' বুধের পূজায়, 'গণানাং ত্বা গণপতি' হবামহে এই জগৎপতি পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় মন্ত্রে কল্পিত গণেশের মূর্তির পূজায় বিনিয়োগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সব নিরপেক্ষ বিদ্বান্‌রা অবগত আছেন যে, এই সমস্ত কপোল-কল্পিত ব্যাপার যার মন্ত্রার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং এই ধারণা করা যে, অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ববলির নিঃসন্দেহে প্রচলন ছিলো নিতান্ত অশুদ্ধ ও অসত্য। অশ্বমেধ, রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ শত০ ১৩, ১, ৬, বীর্য়ং বা অশ্বঃ ইত্যাদি অর্থে রাষ্ট্র-সঞ্চালন ও রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিহেতু কার্য রূপে অবশ্যই প্রচলিত ছিলো, কিন্তু যজ্ঞে অশ্ববলি দেওয়ার প্রথা বৈদিক কালে ছিলো

এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সব মন্ত্র অশ্বমেধে পাঠ করা হয় ঋগ্‌০ ১.১৬২ বা যজু০ অ০ ২৫ ইত্যাদির মন্ত্রে অশ্ববিদ্যা ও রাষ্ট্র পরিচালনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে অশ্বের আহুতি দেওয়া নয়।

যেমন ঋগ০ ১.১৬২.১৭ ও যজু০ ২৫.৪০ মন্ত্রে অধ্বর শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয় –

**যৎতে সাদে মহসা শূকৃতস্য পার্ষ্ণ্যা বা কশয়া বা তুতোদ।**
**স্রুচেব তা হবিষো অধ্বরেষু সর্বা তা তে ব্রহ্মনা সূদয়ামি।**

'অধ্বর' শব্দের অর্থ অধ্বর ইতি যজ্ঞ নাম ধ্বরতিহিংসা কর্মা তথপ্রতিষেধঃ- নিরুক্ত ১.৭ অনুযায়ী হিংসারহিত যজ্ঞ তাহলে সেখানে অশ্বহিংসার বিধান কী করে হতে পারে ? এখানে অশ্বকে ট্রেনিং দিয়ে ভালো মতো শিক্ষা দেওয়ার বিধান প্রদত্ত হয়েছে যেমন মহর্ষি দয়ানন্দ এই মন্ত্রের ভাবার্থে লিখেছেন –

**য়থা য়জ্ঞসাধনৈঃ হবীংষ্যগ্নৌ প্রেরয়ন্তি তথৈবাশ্বদীনি সুশিক্ষিতরীত্যা প্রেরয়েয়ুঃ।**

অর্থাৎ যেমন যজ্ঞের সাধন স্রুবাদি দ্বারা হবিদেরকে হিংসারহিত যজ্ঞে প্রেরিত করা হয় বা আহুতি দেওয়া হয় সেইরূপ অশ্বাদিকে ভালো মতো শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা প্রেরণা দেওয়া হোক। অশ্বদেরকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করার মন্ত্র –

**নিষ্ক্রমনং নিষদনং বিবর্তনং যচ্চ পডবীশমর্বতঃ।**
**যচ্চ পপৌ যচ্চ ঘাংসি জঘাস সর্বা তাতে অপি দেবে ষ্বস্তু।।**

– ঋগ্‌০ ১.১৬২.১৪। যজু০ ২৫.৩৫

**য়দ শ্বায় বাস উপস্তৃণন্ত্যধীবাসং য়া হিরণ্যান্যস্মৈ।**
**সংদানমর্বন্তং পড্‌বীশং প্রিয়া দেবেষ্বায়াময়ন্তি।।**

– ঋগ০ ১.১৬২.১৬। যজু০ ২৫.৩৯

ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে অশ্বকে বে

করা, হাঁটা-চলা, পানাহার, ব্যবহার ইত্যাদি অশ্ববিদ্যার নিপুণ সুদক্ষ বিদ্বানদের (দেবেষু) অধীনে থেকে করা হোক।

## মহর্ষি কৃত ভাবার্থ

**হে মনুষ্যঃ। ভবন্তোঽশ্বাদীনাং সুশিক্ষেন ভক্ষ্যপেয়-প্রদানেন সর্বাণি কার্যাণি সাধ্নবন্ত।**

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, আপনারা অশ্বাদি পশুদের সুশিক্ষা, ভোক্ষ্য ও পেয় পদার্থ দ্বারা সর্ব কর্মের সমাধান করুন।

অশ্ববস্ত্র, অশ্বালংকরাদি, অশ্বের চলার ভঙ্গি যারা নিয়মবদ্ধ রাখে, সেই সব পদার্থ ও কর্ম বিদ্বানদের পক্ষে প্রীতিদায়ক হোক।

**ভাবার্থ – যদি মনুষ্যাঃ অশ্বাদীন্ পশূন যথাবদ্ রক্ষয়িত্বোপকারং গৃহ্বীয়ুস্তর্হি বহু কার্যসিদ্ধ্যপকৃতাঃ স্যুঃ।**

অর্থাৎ যদি মনুষ্য অশ্বাদি পশুদের যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ করে তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করে তাহলে সে অনেক কার্য সম্পন্ন পূর্বক উপকৃত হবে।

সূক্তের প্রায় সব মন্ত্রেই এইরকম স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। অবশেষে এও বলা হয়েছে –

**সুগব্যং নো বাজী স্বশ্ব্যং পুংসঃ পুত্রাঁ উত বিশ্বাপুষং রয়িম্।**
**অনাগস্ত্বং নোঅদিতিঃ কৃণোতুক্ষত্রং নোঅশ্বো বনতাং হবিষ্মান্।।**

অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদেরকে সুগাভি দান করুন, সুঅশ্ব, বীর সন্তান ও সকলকে পুষ্টিদানকারী ধন প্রদান করুন।

অখণ্ড বেদবাণী আমাদেরকে (অনাগাস্ত্বং কৃনোতু) নিরপরাধী করুক এবং (হবিষ্মান্) প্রশস্তানি হবীংষি-সুখদানানি য়স্মিন্ সঃ–সুখদায়ক অশ্ব (নঃ) আমাদের (ক্ষত্রম্) শক্তিশালী রাষ্ট্রের (বনতাম্) আস্বাদন করুক – আমাদের রাষ্ট্রে সুখদায়ক উত্তম অশ্ব হোক।

এই প্রার্থনা উত্তম সুশিক্ষিত অশ্বসম্বন্ধেই প্রযুক্ত, অশ্বাদি উপকারী পশুর হিংসার অপরাধ বা পাপ করার সম্বন্ধে নয়।

এই সুক্তে কিছু এমন মন্ত্র অবশ্যই আছে যার অর্থ সায়ণাচার্য, উব্বট, মহীধরাদি ভারতীয় এবং ম্যাক্সমূলার, গ্রিফিথ, উইলসন ইত্যাদি পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা অশ্বহিংসাপরক করেছেন কিন্তু এটা তাদের বিভ্রান্তিই বলতে হবে কেননা মন্ত্রে হিংসার কোন বিধান নেই উপরন্তু হিংসাকারী ও মাংসখাদক কে দন্ড দেওয়ার বিধান আছে, উদাহরণ দেখুন –

**যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নিহরেতি।**

**যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্তিন ইন্বতু।।**

– যজু০ ২৫.৩৫

এর ভাবার্থে মহর্ষি দয়ানন্দ লিখছেন –

**"যেঽশ্বাদিশ্রেষ্ঠানাং পশূনাং মাংসমত্তুমিচ্ছেয়ুস্তে রাজাদিভিঃ শ্রেষ্ঠৈর্নিরোদ্ধব্যাঃ।"**

অর্থাৎ যে অশ্বাদি উত্তম পশুদের মাংস খেতে ইচ্ছুক রাজাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাদেরকে নিবৃত্ত করুন।

**"য়ন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়াঃ।"**–যজু০ ২৫.৬

এই মন্ত্রটির ভাবার্থও মহর্ষি লিখলেন –

**"যে কেচিদশ্বাদীনাম্ উপকারিণং পশূনাং শূভানাং পক্ষিণাং চ মাংসাহারং কুর্য্যুস্তেভ্যো দন্ডো য়থাপরাধং দাতব্য এব।"**

অর্থাৎ যদি কেউ অশ্বাদি উপকারী পশু ও উত্তম পক্ষীদের মাংস সেবন করে তবে তার যথাপরাধ অবশ্যই দন্ড প্রাপ্ত হওয়া উচিত।"

অধ্যায় ২৫ মন্ত্র সংখ্যা ৩৭ 'মাত্বাগ্নির্ধ্বনয়ীদ্ ধূমগন্ধিঃ-র ভাবার্থ –

**"হে মনুষ্যাঃ যথা বিদ্বাংসো মাংসাহারিনো।**

নিবার্য়শ্বাদীনাং বুদ্ধিং রক্ষাং চ কুর্বন্তি তথা য়ুয়মপি কুরুত।।" ঋগ্০ ১.১৬২.২২। যজুঃ ২৫.৪৫

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, যেমন বিদ্বানেরা মাংসাহারীদেরকে নিবৃত্ত করে অশ্বাদি পশুর বৃদ্ধি ও রক্ষা করেন সেইরূপ তোমরাও করো।

সুতরাং ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য যে কোন বিদ্বান উক্ত মন্ত্রগুলির যদি হিংসাপরক অর্থ করেন তাহলে তাঁদের সম্বন্ধে মহাভারতের নিম্ন শ্লোকটি স্মরণ করতে হয় –

**লুব্ধৈর্বিত্তপরৈর্ব্রহ্মন্, নাস্তিকৈঃ সংপ্রবর্তিতম্।**
**বেদবাদানবিজ্ঞায় সত্যাভাসমিবানৃতম্।।**

অর্থাৎ বেদের বাস্তবিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করতে পেরে এই সমস্ত লোকেরা বাহ্যতঃ সত্য প্রতীয়মান কিন্তু বস্তুতঃ অসত্য অর্থ প্রকাশ করেছেন। মহাভারত তাঁদের জন্য লোভী, নাস্তিক ইত্যাদি কঠোর শব্দ প্রয়োগ করেছে। এদের কথা কী করে মান্য হতে পারে ? এখন মন্ত্রটির অর্থ দেখুন –

**য়ে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহু সুরভির্নির্হিরেতি।**
**য় চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্তর্ন ইন্বতু।।**

এই মন্ত্রটির অর্থ শিক্ষাপ্রদ যথা (যে) (অর্বতঃ) অশ্বস্য (মাংসভিক্ষাম্) মাংসয়াচনাম্ উপাসতে য়ে (অশ্বম্) (ঈম) প্রাপ্তং (হন্তব্যম্) (আহুঃ) তান্ (নির্হর) দূরে প্রক্ষিপ। য়ে (বাজিনম্) বেগবন্তম্ অশ্বম্ (পক্বম্) পরিপক্বস্বভাবম্ (পরিপশ্যন্তি) সর্বতোऽ ন্বীক্ষন্তে উতো অপি (তেষাম্) (সুরভিঃ) সুগন্ধ (অভিগূর্তিঃ) অভ্যুদ্যমঃ (নঃ) অস্মান্ (ইন্বতু) প্রাপ্নোতু।

অর্থাৎ যারা অশ্বমাংস যাঞ্চা করে অথবা অশ্বকে বধযোগ্য বলে তাকে সর্বদা দূরে রাখো। যারা অশ্বকে পরিপক্ব এবং শিখিয়ে

সব দিক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে তাদের সুকর্ম আমরা প্রাপ্ত হই।

কোথায় মহর্ষি দয়ানন্দ কৃত পশুহিংসা ও মাংসনিবারক অং এবং কোথায় সায়ণাচার্য, তাঁর পথানুসারী পাশ্চাত্য ও ভারতী বিদ্বানদের ঘৃণ্য ও অসঙ্গত অর্থ ? তাঁরা বলেন–যে অশ্বকে অগ্নিতে পক্ক দেখে এবং বলেন যে এই মৃত অশ্বের অত্যন্ত সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এবং যে অশ্বমাংস ভিক্ষা চায়, তাদের উদ্যম আমরা প্রাপ্ত হই – কত জঘন্য অর্থ! সাধারণ বুদ্ধি ও বেদে অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হওয়ায় সর্বথা অমান্য। এই মন্ত্রটির ব্রহ্মচারী ও যুদ্ধ কুশলমূলক অর্থও হয়, যেমন –

যে বিদ্বান্ (বাজিনম্) জ্ঞানবান, বলবান ব্রহ্মচারীকে (পরিপশ্যন্তি) ভালোরূপে দর্শন করেন এবং যিনি তাকে লক্ষ্য করে (পক্কম্) জ্ঞানাদি দৃষ্ট্বা পরিপক্ক বলেন এবং (সুরভিঃ) উত্তম আচরণের সুগন্ধ যুক্ত পুরুষকে আমাদের থেকে ভিক্ষা নিন (ইতি) এই অভিপ্রায়ে (যে) যে গৃহস্থজন (অর্বতঃ) জ্ঞানবান পুরুষের অর্ব – গতৌ গতেস্ত্রয়োর্থোঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিঃ (মাংসভিক্ষাম্) মনতুষ্টিকর পদার্থের ভিক্ষার – মাননং বা মানস বা মনোঽস্মিন সীদতাতি মাংসম্ – নিরুক্ত ৪.১.৩ – প্রতীক্ষা করেন। সেই সব হিতাকাঙ্খী ব্যক্তিদের (অভিগূর্তিঃ) উদ্যম প্রচেষ্টা আমরা সাফল্যের সঙ্গে প্রাপ্ত করি।

যুদ্ধ কুশল ব্যক্তিমূলক অর্থ – যে (বাজিনম্) বলবান পুরুষকে – বাজইতি বলনাম (নিঘন্টু ২.৯) দেখা যায় এবং তাকে পরিপক্ক শস্ত্র কৌশলে অভ্যস্ত পাওয়া যায় (সূরভিঃ) সে সুরক্ষিত থেকে অন্যরাষ্ট্র থেকে লক্ষ্মী আহরণ করুক।

এইরূপ যে (অর্বতঃ মাংসভিক্ষান্ উপাসতে) গতিশীল বলবান পুরুষের শরীর যাঞ্চা করে, রাষ্ট্রের প্রতি তার কৃত শ্র

আমরা প্রাপ্ত হই অর্থাৎ রাজা রাষ্ট্রে বলবান পুরুষকে পরিপক্ব করুন, তারপর তাদের শরীরকে যুদ্ধাদি কর্মে ব্যবহার করুন।

**য়ৎতে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাব ধাবতি।**
**মা তদ্ভূম্যা মাশ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্ত।**

– যজু০ ২৫.৩৪

সায়ণাচার্য, মহীধর ও উব্বট এই মন্ত্রটির অত্যন্ত অপব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন – হে অশ্ব, অগ্নিপক্ব, মৃত অবয়ব থেকে যে মাংস রস উত্থিত হচ্ছে তা ভূমি বা তৃণের উপর যেন পতিত না হয়, তা যেন কাম্য দেবতা প্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যাও পূর্বকথিত মন্ত্রের ব্যাখ্যার মতো অহিংসাত্মক অর্থের বিরুদ্ধ হওয়ায় মান্য হতে পারে না। এর বাস্তবিক অর্থ হলো – হে মনুষ্য! (নিহতস্য তে) নিশ্চয়েন কৃতশ্রমস্যতব হন্- হিংসাগত্যোরিতি অত্র গত্রর্থো গ্রাহ্যঃ (অগ্নিনা) অন্তঃকরণরূপতেজসা (পচ্যমানাৎ) (গাত্রাদ) য়ৎ (শূলম্) শূশীঘ্রং লাতি – বোধং গৃহ্নাতি য়েন তদ্বচঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। (অভ্যবধাবতি) গচ্ছতি তৎ (ভূম্যাম্) (মা শ্রিয়ৎ) (তৃণেষু) (মা শ্রিষৎ) কিন্তু তচ্চ (উশদ্ভ্যঃ) কাময়মানেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) বিদ্বদ্ভ্যঃ (রাতম্) দত্তম্ অস্তু।

ভাবার্থঃ- হে মনুষ্যাঃ য়ানি জ্বরাদি পীডিতান্যঙ্গানি ভবেয়ুস্তানি বৈদ্যেভ্যো নীরোগানি কার্য়ানি তৈর্য়দৌষধং দীয়েত তদ্রোগিভ্যো হিতকরং ভবতি।

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, জ্বরাদি দ্বারা পীড়িত অঙ্গের চিকিৎসা বৈদ্যর নিকট করিয়ে তাকে নীরোগ করে তোলো কেননা বৈদ্যদ্বারা প্রদত্ত ঔষধ রোগীর পক্ষে লাভজনক বা হিতকারী। কেউ যেন নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ না করে এবং বিদ্বানদের প্রতি সদা উত্তম বাক্য ব্যবহার করে।

অশ্বের হিংসা সম্বন্ধে –

**ইযং মা হিংসীরেকশফংপশুং কনিক্রদং বাজিনং বাজিনেষু।।** – যজু০ ১৩.৪৭

ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পরিষ্কার নিষেধ করা হয়েছে। এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় শতপথকার লিখছেন –

**ইমংমা হিংসীরেকশফং পশুমিত্যেকশফোবা এষ পশুর্য়দেশ্বস্তং মা হিংসীরিতি।।** শত০ পৃষ্ঠা ৬৬৮

অর্থাৎ এক শফ পশুর অভিপ্রায় অশ্ব, অশ্বের হিংসা করো না। এই সুক্তেও পশুহিংসার বহুবার নিষেধ লক্ষিত হয়।

**অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত।।** যজু০ ২৫.৪১।

অর্থাৎ অশ্বশিক্ষক এই অশ্বের গাত্র (বয়ুনা) জ্ঞানপূর্বক ছিদ্রহীন অর্থাৎ ত্রুটিহীন করে দিক। (পরুষ্পরনুঘুষ্যা বিশস্ত) প্রত্যেক মর্মস্থলের অনুকূলতা অনুযায়ী ঘোষণাপূর্বক ত্রুটির সংশোধন করে দিক।

**মা ত্বা তপৎ প্রিয় আত্মাপ্রিয়ন্তং মা স্বধিতিস্তন্ব অতিষ্ঠিপত্তে।**
**মা তে গুঘ্নুরবিশস্তাতিহায় ছিদ্রা গাত্রান্যসিনা মিথূ কঃ।।**

যজু০ ২৫.৪৩

এই মন্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে –

**সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ স্ব স্ব আত্মা শোকে ন নিপাতনীয়ঃ, কস্যাপ্যুপরি বজ্রো ন নিপাতনীয়ঃ, কস্যাপ্যুপকারো ন বিচ্ছেদনীয়শ্চ।।**

অর্থাৎ সব মনুষ্যের উচিত যে স্বীয় আত্মাকে শোকগ্রস্ত না করুক, কারও উপর বজ্রপাত না করুক এবং কারও দ্বারা কৃত উপকার বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিস্মৃত না হোক। এইরূপ 'মা স্বধিতিস্তন্ব আতিষ্ঠিপৎ তে' শব্দ দ্বারাও পশুহিংসাপরক অর্থ করা সর্বথা অনুচিত। পৌরাণিক ও বামমার্গী লোকদের অজ্ঞানতাবশত ারণা এই যে, যে পশুদেরকে যজ্ঞে বলি দেওয়া হয় তারা স্বর্গে

যায় এবং এমন যজ্ঞ করানোর ফলে যজমানও স্বর্গে যায়। এই যুক্তি বালখিল্যসুলভ ও সাধারণ বুদ্ধি-বিবেক শূন্য অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই জন্য চার্বাক মত প্রবর্তক এরই উপহাস করে বলেছেন –

**পশুশ্চেন্নিহিতঃ স্বর্গং, জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।**
**স্বপিতা যজমানেন, তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।।**

– সর্বদর্শন সংগ্রহ - চার্বাক দর্শন

অর্থাৎ যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে মৃত পশু স্বর্গে যেতে পারে তাহলে যজমান স্বপিতাকে বধ করে সরাসরি স্বর্গে প্রেরণ করে না কেন ?

মধ্যযুগীয় আচার্যগণ এই মিথ্যা বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে নিম্ন মন্ত্রটি বেছে নিয়ে তার অপব্যাখ্যা করতে থাকেন।

**ন বা উ এতন্মিয়সে এ রিষ্যসি দেবাং ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ।।** – ঋগ্০ ১,১৬২.২১। যজু০ ২৫.৪৪

এর অর্থ অশ্বপরক করা হলো – **(ন বা উ) নৈব খলু এতন্ম্রিয়সে এ রিষ্যসি দেবাং ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ।।**

ঋগ০ ১.১৬২.২১। যজু০ ২৫.৪৪

এর অর্থ অশ্বপরক করা হলো – (ন বা উ) নৈব খলু এতন্মিসে বা শব্দ এবকারার্থঃ। উইত্যবধারণে। নৈবেদানীম্ ইতরশ্বিবন্মৃতো ভবসি দেবত্বপ্রাপ্তের্বক্ষ্যমানত্বাং। অত এব (ন রিষ্যাতি) ন হিংস্যসে ব্যর্থহিংসায়া অভাবাৎ। ননু প্রত্যক্ষোঽ বয়বনাশশ্চ দৃশ্যতে কথমেবমুচ্যত ইতি উচ্যতে (সুগেভিঃ) শোভনগমনসাধনৈঃ (পথিভিঃ) মার্গেঃ দেব মানলক্ষনৈঃ (দেবান্ ইৎ অষি) দেবানের প্রাপ্নোষি অতো ষুক্তৈষা যুক্তিঃ, সায়ণ ভাষ্যম্।

সায়ণাচার্য এই মন্ত্রের অর্থ করার সময় লিখলেন – হে অশ্ব তোমার মৃত্যু অন্যান্য অশ্বের মতো হয়না কেননা তুমি দেবত্ব লাভ

করবে। তুমি হিংসিত হওনা কেননা এখানে ব্যর্থ হিংসার অভাব
প্রত্যক্ষ রূপে অবয়ব নানা হওয়া সত্ত্বেও এরকম কেন বলছেন :
তার উত্তরে বলা হয় যে, তুমি (অশ্ব) সুন্দর দেবযান মার্গ হয়ে
দেবতাদের নিকট উপস্থিত হও। আমাদের এইরূপ বলা সেইজন
সত্য। উব্বট, মহীধরাদিও এইরকম লিখেছেন কিন্তু এই অং
সম্পূর্ণ অশুদ্ধ কেননা বিবেক ও জ্ঞানাদিরহিত অশ্বের দেবত্বপ্রাপ্তি
অসম্ভব। মন্ত্রটির সরল ও যথার্থ অর্থ হলো এই – (ন) (বে
নিশ্চয়ে (উ) বিতর্কে (এতৎ) চেতনস্বরূপম্ এতদ্ বিজ্ঞানং প্রাপ
(ম্রিয়াস) (ন রিষ্যসি) হংসি (দেবান্) বিদুষো দিব্যান পদার্থান্ ব
(ইৎ) এব (এষি) প্রাপ্নোষি (পথিভিঃ) মার্গৈঃ সুখেন গচ্ছন্তি
এভিঃ।

ভাবার্থঃ- যথা বিদ্যয়া সংযুক্তৈর্বায়জলাগ্নি-ভির্যুক্তেরথে স্থিত্বা
মার্গান্ সুখেন গচ্ছন্তি তথেরাত্ম-জ্ঞানেন স্বস্বরূপং নিত্যং বুদ্ধ
মরণহিংসাত্রাসং বিহায় দিব্যানি সুখানি প্রাপ্নুয়ুঃ।

অর্থাৎ যেমন বিদ্যা দ্বারা সুবিধামতো প্রযুক্ত অগ্নি, জল, বায়ু
ইত্যাদি যুক্ত রথে আসীন হয়ে মার্গে সুখপূর্বক গমন করা যায়
তদ্রূপ স্বীয় স্বরূপকে নিত্য জেনে মরণ ও হিংসাভয় ত্যাগ করে
দিব্য সুখ লাভ করুক।

কোথায় মহর্ষি দয়ানন্দ কৃত যথার্থ, উত্তম অর্থ আর কোথায়
মধ্যযুগীয় আচার্যদের এবং তাঁদের অনুগামী ম্যাক্সমূলার, গ্রিফিথ
ইত্যাদি কৃত অন্ধবিশ্বাসসূচক উপহাসজনক অর্থ? আকাশ -
পাতাল তফাৎ।

গ্রন্থবিস্তারভয়ে সব মন্ত্রগুলির সত্যার্থ প্রকাশ করা এখানে
সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি মন্ত্র নিয়ে আলোচনা
আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এর মাধ্যমে নিরপেক্ষ
বিদ্বানরা বুঝতে সক্ষম হবেন যে যজ্ঞে পশুহিংসা বেদাদি সত

শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অজ্ঞানতা, স্বার্থ ও লোভবশত ধূর্তলোকেরা এ সবের প্রবর্তন ঘটিয়েছে। এখন আমরা গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণাদি প্রসঙ্গে সপ্রমাণ আলোচনা করবো। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা বৈদিক এজ্ ও অন্যান্য গ্রন্থ এই বিষয়ে অত্যন্ত ভ্রমজাল বিস্তার করেছে।

## বেদ মতে গোহত্যা মহাপাপ

The Rigveda and Vedic Religion নামক পুস্তকের লেখক ক্লেটন (Clayton) পশুযজ্ঞ (Animal sacrifice) শীর্ষক নাম দিয়ে উক্ত পুস্তকে লিখেছেন –

At one sacrifice, probably a very unusual sacrifice, performed once in five years called the Pancha Sharadhya Sava, seventeen young cows were offered, Bullocks, buffaloes and deer were also sacrificed, some time in large numbers. The White Yajurveda mentions 327 domestic animals including oxen, cows, milch cows that are to be offered along with the horse at the great horse sacrifice.

– The Rigveda and Vedic Religion by Clayton.

অর্থাৎ সম্ভবত একটি বৃহৎ যজ্ঞে সতেরটি যুবতী গাভীর বলি দেওয়া হতো। বৃষ মহিষ ও হরিণদের বলিও কয়েকবার অত্যন্ত বহুল পরিমাণে সংঘটিত হতো। শুক্ল যজুর্বেদে তিনশত সাতাইশটি গৃহপালিত পশুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে বৃষ, গাভি, দুগ্ধবতী গাভির বলি অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের সহিত সম্পন্ন করা হতো।

ক্লেটন এই ভুল তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন ড০ রাজেন্দ্র লাল মিত্র লিখিত Indo Aryan নামক পুস্তক থেকে যার মধ্যে আর্যকে গোমাংস ভক্ষক ও মদ্যপায়ী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈদিক এজ্ বইটির লেখকও অনেকাংশে পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের

দ্বারা প্রভাবিত যদিও তিনি এই বিষয়ে কয়েকটি পরস্পরবিরুদ্
মতের উল্লেখ করে একটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন
আমরা সেইগুলি প্রথমে উপস্থাপিত করে তারপর আমরা তা
সপ্রমাণ মীমাংসা করবো। বৈদিক কালে বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে
লিখতে গিয়ে তিনি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন –

'The guests are entertained with the flesh of cows got killed on the occasion (of marriage) – Vedic Age,- P.389'

অর্থাৎ অতিথিদেরকে বিবাহানুষ্ঠানে মৃত গাভির মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো।

এইসব লেখা যে কতখানি ভ্রমমূলক ও স্বার্থপ্রসূত তার ইয়ত্তা নেই। বেদে সর্বত্র গাভিকে অঘ্ন্যা ও অদিতি নামে অবিহিত করা হয়েছে যার অর্থ অহন্তব্যা ও অখণ্ডনীয়া অর্থাৎ যাকে কোন অবস্থাতেই হত্যা বা হিংসা করা উচিত নয়। ঋগ্বেদে অঘ্ন্যা শব্দ বহুবার এসেছে। কয়েকটি এখানে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করা হলো।

**(১) সূয়বসাদ্ ভগবতীহিভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।**
**অদ্ধি তৃনমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদ কমাচরন্তী।।**

ঋগ্০ ১.১৬৪.৪০

এখানে গাভিকে অঘ্ন্যা নামে সম্বোধন করে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে – তুমি তৃণ ও শুদ্ধ জল সেবন করে সুস্থ থাকো। আমরাও তোমার উত্তম সাত্ত্বিক দুগ্ধ সেবন করে ধর্ম, জ্ঞান ও ঐশ্বর্যযুক্ত হই।

**(২) হিংকৃন্বতী বসুমতী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।**
**দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায়।**

– ঋগ০ ১.১৬৪.২৭

এখানেও গাভির জন্য অঘ্ন্যা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তার আরোগ্যাদি সৌভাগ্যের হেতু বলা হয়েছে।

(৩) অস্য শ্রেষ্ঠা সুভগস্য সন্দৃগ্ দেবস্য চিত্রতমা মর্ত্যেষু।
শূচিং ঘৃতং ন তপ্তমঘ্ন্যায়াঃ স্পার্হা দেবস্য মংহনেবধেনোঃ।। – ঋগ্০ ৪.১.৬

এই মন্ত্রে গাভিকে অঘ্ন্যা নামে সম্বোধন করে পরমেশ্বরের দর্শনের সঙ্গে তার পবিত্র, তপ্ত ঘৃতর উপমা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কাম্য শক্তি ও বুদ্ধিবর্ধক দুগ্ধ ধারার সমান প্রভুদর্শন বলা হয়েছে।

**(৪) ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী ব্যুন্ধি সুপ্রপানং ভবত্বঘ্ন্যায়াঃ।।**

– ঋগ০ ৫.৮৩.৮

অর্থাৎ সর্বদা অহন্তব্য গাভির জন্য জল সেবনাদির উত্তম ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তার শুদ্ধ ঘৃত দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ করে দেওয়া উচিত, গোঘৃত দ্বারা হবন করার ইঙ্গিতও এই মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

**(৫) এষস্য কারুর্জরতে সূক্তৈরগ্রে বুধান উষসাং সুমন্মা।**
**ইষাং তং বর্ধদঘ্ন্যা পয়োভির্য়ুয়ং পাত স্বস্তিভি সদা নঃ।।**

– ঋগ্০ ০৭.৬৮.৯

এই মন্ত্র কর্মশীল স্তুতিকারকের কথা বলা হয়েছে যে সেই উত্তম বিচারশীল ব্যক্তি ঊষাকালের পূর্বেই গাত্রোত্থানে করে এবং অঘ্ন্যা (হত্যা করার অযোগ্য গাভি) তাকে নিজের দুগ্ধধারা দিয়ে বর্ধিত করে।

**(৬) নদং ব ওদতীনাং নদং য়োয়ুবতীনাম্।**
**পতিং বো অঘ্ন্যনাং ধেনুনামিষুধ্যসি।।**

– ঋগ০ ৮.৬৯.২। সাম০ ১৫১২

এখানে ধেনূনাম্ অর্থাৎ গাভিদের বিশেষণ অঘ্ন্যানাম্ (হত্যা করার যোগ্য নয়) এসেছে যা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।

**(৭) অভীমমঘ্ন্যা উতশ্রীনন্তি ধেনবঃ শিশুম্। সোমমিন্দ্রায় পাতবে।।** – ঋগ০ ৯.১.৯

এখানে ধেনবঃ 'শব্দের' বিশেষণ অঘ্ন্যা যার অর্থ কখনও হত্যার যোগ্য নয়। শিশুদের জন্য তার দুধকে অত্যন্ত উপকারী বলা হয়েছে।

**(৮) উত প্রপিভ্য ঊধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ।**
**মূর্দ্ধানং গাবঃ পয়সা চমুষ্বভি শ্রীনন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ।**

– ঋগ০ ৯.৯৩.৩

এই মন্ত্রে গাভিদেরকে অঘ্ন্যা নামে সম্বোধন করে বলা হয়েছে সে, উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন, সৌম্য স্বভাবযুক্ত বিদ্বান গোদুগ্ধ সেবন করে উপকৃত হয়।

**(৯) নীচীনমঘ্ন্যা দুহে, ন্যগ্ ভবতু তে রপঃ।**

এখানেও গো শব্দের জন্য অঘ্ন্যা প্রযুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে সে এর দুগ্ধ সেবনে পাপ দূর হয় অর্থাৎ 'আহারশুদ্ধে সত্বশুদ্ধিঃ' অনুসারে গোদুগ্ধাদি সাত্ত্বিক পদার্থাদির সেবনে চিত্ত শুদ্ধিতে সাহায্য লাভ হয়।

(১০) ঋগ্বেদের ১০.৮৭.১৬ মন্ত্রটিতে গাভিকে অঘ্ন্যা নামে সম্বোধন করে তার দুগ্ধের বলবৎ হরণকারী ও তার হত্যাকারীর জন্য কঠোর দন্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে –

**য়ঃ পৌরুষেয়েন ক্রবিষা সমঙ্ক্তে য়ো অশ্ব্যেন পশুনা য়াতুধানঃ।**

**য়ো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ।।**

এই মন্ত্রে অশ্ব ও অন্য পশুর মাংসভক্ষণকে শুধু পাপ বলা হয়নি বরং এমন যাতুধান – হিংসাকারী পাপীদের জন্য প্রাণদন্ড পর্যন্ত দেওয়ার বিধান আছে অবশ্য তাকে প্রেমপূর্বক বুঝালেও যদি সে তা মানতে রাজী না হয়। মনু মহারাজও লিখেছেন –

**য়ক্ষরক্ষঃ পিশাচান্নং, মদ্যং মাংসমথাসবম্।।**

অর্থাৎ মদ্য, মাংস, আসবাদি মাদক দ্রব্যের সেবন যক্ষ,

রাক্ষস, পিশাচাদি করে থাকে, ধার্মিক পুরুষদের এই সব কখনও সেবন করা উচিত নয়।

ঋগ্বেদের দশটি মন্ত্র উদাহরণ হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা হলো যেখানে গাভিকে 'অঘ্ন্যা' নামে সম্বোধন করে একে অহন্তব্য অর্থাৎ হত্যা করার যোগ্য নয় বলা হয়েছে। এইরকম বহু মন্ত্র বেদে আছে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেগুলি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, গোঘাতকদের রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করা এবং তাদের সর্বস্ব হরণ করা পর্যন্ত আদেশ অনেক মন্ত্রে পাওয়া যায়, উদাহরণ হিসাবে নিম্ন মন্ত্র দেখুন –

**বিষং গাং বা য়াতুধানা ভবন্তামা বৃশ্চন্তামদিতয়ে দুরেবাঃ।**

**পরেনৈনান্ দেবঃ সবিতা দদাতু পরা ভাগমোষ ধীনাং জয়ন্তাম্।।** – ঋগ০ ১০.৮৭.১০ / অথর্ব০ ৮.৩.১৬

অর্থাৎ যদি (য়াতুধানাঃ) প্রজার উপর অত্যাচারকারিরা (গবাম্) গবাদি পশুকে (বিষম্ ভরন্তাম্) বিষ দেয় এবং তাদেরকে হত্যা করে এবং যদি (দুরেবাঃ) দুষ্ট আচরণকারীরা (অদিতয়ে) গাভিকে (আবৃশ্চন্তাম্) কর্তন করে তবে (সবিতা দেবঃ) সকলের প্রেরণাদাতা রাজা (এনান্) তাদেরকে (পরা দদাৎ) রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করুন অথবা তাদের সর্বস্ব হরণ করুন এবং তারা যেন (ওষধিনাম্) অন্নও ঔষধের অংশ (ন পরাজয়ন্তাম্) প্রাপ্ত না হয়।

'অঘ্ন্যা' শব্দের প্রয়োগ ছাড়া ঋগ্বেদের ৮.১০১.১৫ মন্ত্র সংখ্যায় গাভিহত্যার নিষেধ পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান –

**মাতা রুদ্রানাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানাম মৃতস্য নাভিঃ।**

**প্র নু বোচ চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট।।**

অর্থাৎ রূদ্র ব্রহ্মচারীদের মাতা, বসু ব্রহ্মচারীদের দুহিতা, আদিত্য ব্রহ্মচারীদের স্নেহশীলা, দুগ্ধামৃতের কেন্দ্ররূপী ভগিনী, (অনাগম্) নির্দোষ (অদিতিম্) অখণ্ডনীয়া (গাম্) গাভীকে (মা

বধিষ্ট) কখনও বধ করিবে না, আমি (চিকিতুষে জনায়) প্রত্যেক বিচারশীল মনুষ্যের জন্য (প্রনুবোচম্) উপদেশ করছি।

'অথর্ব সংহিতোপনিষচ্ছতকম্' গ্রন্থের লেখক স্বামী মহেশ্বরানন্দ এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় রুদ্রানাম্ – ক্ষত্রিয়ানাম্, বসুনাম – বৈশ্যানাম্, আদিত্যানাম – ব্রাহ্মণানাম্ এইরকম অর্থ করেছেন – পৃ০ ৩৯১

যজুর্বেদে গোবধনিষেধমূলক স্পষ্ট উপদেশ।

ঋগ্বেদের মতো যজুর্বেদেও গাভির গুরুত্ব নির্দেশকারী এবং তার প্রতি হিংসা নিষেধ ও গোহত্যাকারীকে প্রাণদন্ড দেওয়ার অনেক মন্ত্র আছে; যথা–

**ইমং সাহস্রং শতধারমুৎসং ব্যচ্যমানং সরিরস্য মধ্যে।**
**ঘৃতং দুহানামদিতিং জনায়াগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্।।**
– যজু০ ১৩.৪৯

অর্থাৎ হে (অগ্নে) দয়ালু, পরোপকারী রাজন্, তুমি (জনায়) মনুষ্যাদি প্রাণীদের জন্য (ইমম্) এই (সাহস্রম্) অসংখ্য সুখের সাধন, (শতধারম্) অসংখ্য দুগ্ধধারার নিমিত্ত (ব্যচ্যমানস্) বহুভাবে পালনীয় (উৎসম্) কুঁয়ার মতো রক্ষাকারী, বীর্যসেবক বৃষের সমান (ঘৃতম্) ঘৃতকে (দুহানাম্) পূর্ণ করে (অদিতিম্) কখনও হত্যা করার যোগ্য নয় গাভিকে (মা হিংসীঃ) হত্যা করবে না।

রাজার জন্য এই আদেশের তাৎপর্য এই যে, তিনি রাজ্যে বিধি বা আইন দ্বারা গোবধ (গাভি, বৃষ, মহিষ ও বাছুর ইত্যাদির বধ) বন্ধ করে দিন। যদি কেউ এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করে তাহলে তার জন্য যজুর্বেদে বিধান দিয়েছে –

**অন্তকায় গোঘাতকম্।।** – যজু০ ৩০.১৮

অর্থাৎ যে গোঘাতক তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক। এর থেকে বেশী গোহত্যাকে মহাপাপ ও মহা অপরাধ প্রতিপন্ন করার অন্য আদেশ আর কী হতে পারে ?

## অথর্ববেদে গোবধনিষেধ মূলক আদেশ

অন্যান্য বেদের মতো অথর্ববেদেও গোরক্ষা প্রতিপাদক ও গোহত্যানিষেধমূলক মন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। গাভির জন্য অঘ্ন্যা শব্দের বহু স্থলে প্রয়োগ আছে, উদাহরণ হেতু দেখুন –

**সহৃদয়ং সাংমনস্যম বিদ্বেষং কৃনোমি বঃ।**
**অন্যো অন্যমভিহর্ষত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।।**

– অথর্ব০ ৩.৩০.১

এই মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবান উপদেশ দিচ্ছেন – 'আমি তোমাদের হৃদয় ও মনকে এক করছি ও দ্বেষভাব দূর করছি। তোমাদের পারস্পরিক প্রেম এইরকম হোক এবং তোমরা একে অপরের কামনা এইরকম করো যেমন গাভি তার নবজাত বৎসের সঙ্গে করে থাকে। এখানে গাভির জন্য অঘ্ন্যা শব্দের প্রয়োগ হয়েছে যার অর্থ অহন্তব্যা– কখনও বধ করার যোগ্যা নয়।'

ঋগ্বেদের মতো অথর্ববেদেও গাভির মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে।

**য়ূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎ কৃনুথা সুপ্রতীকম্।**
**ভদ্রং গৃহং কৃনুথ ভদ্রবাচোবৃহদ্ বো বয় উচ্যতে সভাসু।।**

– অথর্ব০ ৪.২১.৬

অর্থাৎ তুমি দুর্বল ব্যক্তিকেও তোমার অমৃততুল্য দুগ্ধ দিয়ে সবল করে দাও, তোমার বাণী অত্যন্ত উত্তম যার দ্বারা তুমি গৃহ কল্যাণময় করে দাও। তোমার মহিমা অনেক সভাস্থলে গায়ন করা হয়।

যে গাভিদের এতখানি মহিমা, যারা এতো উপকার করে তাদের হত্যার আদেশ কোন সময় বেদে হতে পারে ? অঘ্ন্যা শব্দই তার উত্তর দিচ্ছে তবুও বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে –

**প্রজাবতীঃ সূয়বসে রুশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।**
**মা বঃ স্তেন ঈশত মাঘশংস পরি বো রুদস্য হেতির্বৃণক্তু।।**

– অথর্ব০ ৪.২.১.৭

অর্থাৎ হে গাভিগণ, তোমরা দলবদ্ধ হয়ে উত্তম তৃণাচ্ছাদিত চারণভূমিতে বিচরণ করো। জলপানযোগ্য জলাশয় থেকে সুখপূর্বক শুদ্ধ জল পান করো। চোর ও ঘাতক তোমাদের প্রভু যেন না হয়, ক্রূর পুরুষের শস্ত্র তোমাদের উপর যেন পতিত না হয়।

এইভাবে গোবধের সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তথাপি যে দুষ্ট এইরূপ মহাপাপ থেকে বিরত হয়না তাকে কী শাস্তি প্রদান করা হবে ? নিম্ন মন্ত্রটিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে –

**যদি নো গাং হংসি য়দ্যশ্বং যদি পুরুষম্।**
**ত্বং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোऽ সো অবীরহা।।**

– অথর্ব০ ১.১.৬৪

অর্থাৎ হে দুষ্ট, যদি তুমি আমাদের গাভি, অশ্বাদি পশু ও পুরুষদেরকে হত্যা করো আমরা তোমাকে সীসক গুলি দিয়ে মেরে ফেলব।

এখানেও ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের মন্ত্রের ন্যায় গোঘাতকের জন্য প্রাণদন্ডের বিধান করা হয়েছে।

গোরক্ষা ও গোবধনিষেধমূলক বেদের এতো স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এই কল্পনা করা যে, বৈদিক আর্যরা যজ্ঞে গোহত্যা করতো কতখানি অসঙ্গত ও অবিবেচনাপ্রসুত যুক্তি। যদি কোন রাক্ষস (বেদে যাকে যাতুধান বা হিংসক নামে অভিহিত করে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলা হয়েছে) এই রকম পাপকর্ম করে তাহলে তার এই কর্মকে ভদ্রজনোচিত কোন সময় মানা যায় না। এদের জন্য বেদে মৃত্যু দন্ডের বিধান করেছে – যেমন উপরে সপ্রমাণ

দেখানো হয়েছে। এইজন্য মহাভারতের শান্তিপর্ব ২৬২ অধ্যায়ে যথার্থই বলা হয়েছে –

**অঘ্ন্যা ইতি গবাং নাম, ক এতা হন্তুমর্হতি।**

**মহচ্চকারাকুশলং, বৃষং গাং বালভেত্তু য়ঃ।।**

অর্থাৎ গাভির নামই অঘ্ন্যা তাকে কে হত্যা করতে পারে? যে গাভি ও বৃষের হত্যা করে সে মহাপাপ বা মহাঅনর্থ করে।

## মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের অভিমত

যজ্ঞে পশুবলির প্রচণ্ড বিরোধী মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধম্মিক সুত্তে বৈদিক ও প্রাচীন আর্যদের সম্বন্ধে বলেছেন যে তারা ঘৃত, চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা দিয়ে যজ্ঞ করতো। যজ্ঞে পশুবলি হতো না। গাভি সম্বন্ধে তাদের ধারণা অত্যন্ত উচ্চমানের ছিলো। মহাত্মা সেই দিকে নির্দেশ করে বলছেন –

**যথা মাতা পিতা ভ্রাতা, অচ্ছে বাপি চ জাতকা।**

**গাবো নো পরমা মিত্তা, য়াসু জায়ংতি ওসধা।।**

**অন্নদা বলদা চৈতা, বর্ণদা সুখদা তথা।**

**এতমত্থবসং জত্বা, নাস্সু গাবো হনিংসু তে।।**

অর্থাৎ যেমন মাতা-পিতা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সেইরূপ গাভিও পরম মিত্র। এর থেকে ঔষধ পাওয়া যায়। গাভি অন্ন, বল, বর্ণ (রূপ) ও সুখ প্রদায়িনী – এই সমস্ত জেনে আর্যরা গাভিকে কোন সময় হত্যা করতো না।

(ব্রাহ্মণ ধম্মিক সুত্ত - অনুবাদক ধর্মরক্ষিত। প্রকাশক - অকিতমা আর্য, সংঘারাম সারনাথ, বেনারস)

লোভের বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণরা কীভাবে বেদকে বিকৃত করে তদনুরূপ নকল মন্ত্র রচনা করলেন ইত্যাদি বর্ণনা ব্রাহ্মণ ধম্মিয় সুত্তে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে এখানে তার বিশদ্ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তিনি গোহিংসার প্রতি স্পষ্টভাবে বলেছেন –

এবমেসো অনুধম্মো পোরানো বিজ্জ গরহিতো।

অর্থাৎ এই গোহিংসা প্রাচীন বিদ্বানদের দ্বারা নিন্দিত ইত্যাদি।

## বৈদিক এজ্-র লেখকদের পারস্পরিক বিরোধিতা ও ভ্রান্তি

বৈদিক এজ্-র লেখকরা এই বিষয়ে বহু পরস্পরবিরুদ্ধ ও কপোল কল্পিত কথা লিখেছেন। আমরা তাদেরই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেটা সপ্রমাণ নিরাকরণ করবো। পৃ০ ৩৯৩ দেখুন–

'The cow receives the epithet Aghnya (অঘ্ন্যা) – not to be killed in the Rigveda and is otherwise a very valued possession. It is difficult to reconcile this with the eating of beef, but we may get some explanation if we remember the following –

i) It was the flesh of the ox rather than of the cow that was eaten. A distinction was definitely made. (Vedic Age P.393).

ii) The flesh of the cow (if at all) was eaten at the sacrifice only and it is well known that one sacrifices one's dearest possession to please the gods.

iii) Even in the Rigveda, only vashas (বশসঃ barren cows) were sacrificed. For example, Agni is called in VIII.43|| as বশান্ন, The expression অতিথিনীর্গাঃ (Cows fit for guests in X.68.3) implies the same distinction. –Vedic Age, Page 389

অর্থাৎ ঋগ্বেদে 'গৌ' শব্দের জন্য 'অঘ্ন্যা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হন্তব্য নয় এবং একে একটি বহুমূল্য সম্পত্তি গণ্য করা হয়েছে। গোমাংসভক্ষণের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য স্থাপন করা দুষ্কর তথাপি যদি নিম্নতথ্যগুলি আমরা বিবেচনা করি তাহলে কিছু ব্যাখ্যা হতে পারে।

(i) বৃষের মাংস খাওয়া হতো গাভির নয়।

এর পূর্বে উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে 'The guests are entertained with the flesh of the cows killed on the occasion of marriage' -

Vedic Age, P.389 অর্থাৎ বৈদিক যুগে বিবাহের অনুষ্ঠানে অতিথিদেরকে গাভির মাংস দ্বারা তৃপ্ত করা হতো – পরিষ্কার বিরুদ্ধ লক্ষ্য করা যায়।

(ii) যদি গাভির মাংস আদৌ খাওয়া হতো (if at all) তাহলে সেটা শুধু যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় কেননা এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য মানুষ নিজের প্রিয়তম বস্তুও পরিত্যাগ করে দেয়।

আলোচনা – এটাও সম্পূর্ণ অসত্যভাষণ কেননা সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞকে 'অধ্বর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বহু প্রমাণ সহ এই অধ্যায়ে সেটা দেখানোও হয়েছে। যজ্ঞের মতো পবিত্র কর্মে গোমাংস ভক্ষণের কল্পনা করাও নিতান্ত অসঙ্গত। মাংসভক্ষণে যজ্ঞ ও ব্রত উভয়ই ভঙ্গ হয়ে যায়, যজ্ঞের প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় যেমন ব্রাহ্মণগ্রন্থের নিম্ন বচনে বলা হয়েছে –

**(ক) ন মাংসমশ্নয়াৎ, ন মিথুনমুপেয়াৎ য়ন্মাংসমশ্নীয়াৎ, য়ন্মিথুনমুপেয়াদিতি ন ত্বেবেষা দীক্ষা।।** – শতপথ ৬.২.২.৩৯

অর্থাৎ মাংসভক্ষণ ও মিথুন করবে না কেননা মাংসভক্ষণ ও মিথুন করলে তার দীক্ষাই শেষ হয়ে যায়।

(খ) তৈত্তিরীয় ১.১.৯/৭.৮. মন্ত্রে বলা হয়েছে –

**ন মাংসশ্নীয়াৎ। ন স্ত্রিয়মুপেয়াৎ। যন্মাংসমশ্নীয়াৎ যৎস্ত্রিয়মুপেয়াৎ নিবীর্য়ঃ স্যাৎ নৈনমগ্নিরুপনমেৎ।।**

অর্থাৎ মাংস খাবে না, মৈথুন করবে না। যদি মাংস খাও ও মৈথুন করো তাহলে যজ্ঞকারী নিবীর্য বা প্রভাবহীন হয়ে যায়। তার মধ্যে সংকল্পাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না।

তান্ডব মহাব্রাহ্মণেও ১৭,১৩,৬,১১.১৪-তে এইরূপ লিখিত আছে–

**যজমানঃ অহতং বসানো১ বভৃথাদুপৈতি।**

**ন মাংসমশ্নাতি ন স্ত্রিয়মুপৈতি ।।**

অর্থাৎ যজমান শুদ্ধ নবীন বস্ত্র ধারণ করে দীক্ষান্ত সময়ে অবভৃথ স্নান সমাপন করে। সেই সময় সে মাংস খায় না, স্ত্রী সমাগমও করে না।

এইরকম অন্য মন্ত্রও অমাংসাশ্যনুব্রতে তপস্বনুব্রবা ইতি (শতপথ ১৪.১.১) উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

অতএব, উক্ত উদ্ধৃত প্রমাণগুলির দ্বারা স্পষ্ট যে মাংসভক্ষণ সাধারণরূপে শুধু নয় বরং যজ্ঞাদি পবিত্র অবসরেও সর্বথা বর্জিত ছিলো। তাহলে অঘ্ন্যা নামে অভিহিত গাভির মাংসের সম্বন্ধে আর কী বলার থাকতে পারে? গোমাংসভক্ষককে, চান্ডাল মনে করা হতো এবং অন্তকায় গোঘাতকম্ – যজু০ ৩০.১৮ অনুযায়ী তার জন্য প্রাণদন্ড দেওয়ারও বিধান আছে। ত্যাগের অর্থ কাম, ক্রোধ লোভ, মোহাদির পরিত্যাগ গাভিসদৃশ উপকারী পশুর হত্যা নয়।

আরও দেখুন – বৃষমাংসভক্ষণ করা হতো এটাও অশুদ্ধ কথন। বেদে গাভির জন্য যেমন অঘ্ন্যা তেমন বৃষের জন্য অঘ্ন্য শব্দের প্রয়োগ বহুস্থলে লক্ষিত হয়, উদাহরণ –

**বিমুচ্যধ্বমঘ্ন্যা দেবমানা অগন্ম তমসস্পারমস্য জ্যোতিরাপাম।।** – যজু০ ১২.৭৩

এই মন্ত্রে 'অঘ্ন্যা' শব্দ বৃষের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রী সায়ণাচার্য কান্বসংহিতা অ০ ১৩-র ভাষ্যে লিখছেন – **হে (অঘ্ন্যাঃ) অহন্তব্যা গাবো বলীর্বদাঃ য়ূয়ং বিমুচ্যধ্বম্ য়ুগানি মুঞ্চত।**

কাত্যায়ন ঃ- **অড়ুনুহো বিমুচ্যধ্বমিতীতি বলীবর্দান্ বিসৃজেৎ।**

**– সায়ণাচার্য কৃত কান্বসংহিতা ভাষ্য।**

কাত্যায়ন শ্রোত সুত্রেও অঘ্ন্যার অর্থ অহন্তব্য বলীবর্দ (বৃষ) অর্থ করে উদ্ধৃত মন্ত্রটি বৃষভোৎসর্গে বিনিয়োগ করা হয়েছে

সায়ণাচার্যের অর্থ এখানে পরিষ্কার বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

অথর্ববেদ কান্ড ৯ সুক্ত ৪-র নিম্ন মন্ত্রটিতে বৃষের জন্য অঘ্ন শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত স্পষ্ট –

**শৃঙ্গাভ্যাং রক্ষ ঋষত্যবর্ত্তিং হন্তি চক্ষুষা।**
**শৃণোতি ভদ্রং কর্ণাভ্যাং গবাং য়ঃ পতিরঘ্ন্যঃ।।**

– অথর্ব০ ৯.৪.১৭

অর্থাৎ গাভিদের অহন্তব্য পতি বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা রাক্ষসকে, চক্ষুদ্বারা জীবিকার অভাবকে নষ্ট করে এবং কর্ণ দ্বারা কল্যাণময় কথা শ্রবণ করে।

ভাবার্থ – বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা নিজের রক্ষা করে কিন্তু মানব-সমাজকেও তার রক্ষায় অংশ গ্রহণ করা উচিত। সে যদিও চক্ষু দ্বারা তার খাদ্য সংগ্রহ করে এবং উদর পূর্তি করে কিন্তু তবুও তার আহারের ব্যবস্থা আমাদেরও করা উচিত। তাকে মিষ্ট ও প্রিয় কথা শ্রবণ করতে অভ্যস্ত করা দরকার। তার শৃঙ্গ তার রক্ষার সাধন-ঠিক আছে কিন্তু মানুষের জন্য সেটা ক্ষতিকর না হয় সেটা শেখানো দরকার।

এই সূক্তের ১৯নং মন্ত্রেও অঘ্ন্যানাম্ এই ষষ্ঠী বহুবচনান্ত প্রয়োগ লক্ষিত হয়। উক্ত শব্দটি অঘ্ন্যও অঘ্ন্যা উভয় শব্দ দ্বারা গঠিত এবং বাস্তবিক পক্ষে উভয়ের জন্য প্রয়োজ্য, যথা –

**ব্রাহ্মণেভ্য ঋষভং দত্বা বরীয়ঃ কৃনুতে মনঃ।**
**পুষ্টিং সো অঘ্ন্যানাং স্বে গোষ্ঠেব পশ্যতে।।**

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ঋষভ (বৃষ) দান করে দাতা স্বীয় স্বার্থ ত্যাগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়। সে তার গোশালায় বৃষও গাভির পুষ্টি লক্ষ্য করে।

এখানে লক্ষণীয় যে, ঋষভ দান করার কথা বলা হয়েছে তাকে হত্যা করার কথা বলা হয়নি।

২০নং মন্ত্রেও –

**গাবঃ সন্তু প্রজাঃ সন্ত্বথো অস্তু তনূবলম্‌।**

**তৎসর্বমনুমন্যন্তাং দেবা ঋষভদায়িনে।।**

এখানে বলা হয়েছে যে সৎপাত্রে বৃষভ দান করে তার গাভি ও বৎস সকল উত্তম থাকে। তার শারীরিক শক্তি ইত্যাদি বিদ্বানদের আজ্ঞামতো কর্ম করায় প্রাপ্ত হয়।

উক্ষা, ঋষভাদি শব্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা এর পর করবো।

(iii) বৈদিক এজ্‌-র লেখকরা তৃতীয় কথাটি লিখেছেন যে ঋগ্বেদও কেবল বশা অর্থাৎ বন্ধ্যা গাভির বলি দেওয়ার বিধান আছে যেমন ঋগ্বেদের ৮.৪৩.১১ মন্ত্রে অগ্নিকে বশান্ন নামে সম্বোধিত করা হয়েছে। অতিথিনীর্গাঃ – অর্থাৎ অতিথিদের জন্য উপযুক্ত গাভি শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদ ১০.৬৮.৩ মন্ত্রে পাওয়া যায়।

সমীক্ষা – লেখকের এইরকম বলা যে, ঋগ্বেদে বশা নামে বন্ধ্যা গাভির অগ্নিতে আহুতি দেবার বিধান আছে সম্পূর্ণ অসত্য। যে মন্ত্রগুলির নির্দেশ এই প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেগুলি কদর্থ করার ফলে এই দুর্গতি হয়েছে। মন্ত্রটি দেখুন –

**উক্ষানায় বশান্নায়, সোমপৃষ্ঠায় বেধসে।**

**স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়ে।।** –ঋগ০ ৮.৪৩.১১

আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয়ে এই মন্ত্রের বহু অর্থ করা যায়। অগ্নি শব্দদ্বারা পরমেশ্বর গ্রহণ করা হলে যেমন ব্রহ্মাগ্নিঃ (শতঃ ১.৩.৩.১৯) ইত্যাদিতে সূচনা দেওয়া হয়েছে তাহলে অর্থ হবে উক্ষেতি মহন্নাম – নিঘন্টু ৩.৩ বিশাল সূর্যাদিও যার প্রলয়কালে অন্ন বা ভোজ্যস্বরূপে পরিণত হয় এবং ইয়ং (পৃথিবী) বৈ বশাপৃশ্নিঃ (শত০ ১.৮.৩.১৫) ইয়ং (পৃথিবী) বৈ বশাপৃশ্নিঃ

শত০৫.১.৩) অনুযায়ী বশা – পৃথিবীও অন্নের সমান যার ভোজ্য এমন (বেধসে) সর্বজ্ঞ (অগ্নয়ে) পরমেশ্বরকে (স্তোমৈঃ নমসা বিধেম) নমস্কারপূর্বক স্তুতি করি।

আধিভৌতিক অগ্নিপরক অর্থ করলে উক্ষাও বশা শব্দের উপর বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই দুটি শব্দের অর্থ সাধারণতঃ বৃষ ও বন্ধ্যা গাভি করা হয় কিন্তু বাস্তবে এরকম নয়। যজ্ঞকান্ডে উক্ষাও বশা দুটি শব্দের ঔষধি মূলক অর্থ গ্রহণ করা উচিত। এগুলি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। উক্ষা শব্দের অর্থ বাচস্পত্য বৃহদভিধানে সোম ও বলা হয়েছে। শিবরাম আপটের Sanskit English Dictonary, ২৫৪ পৃষ্ঠায় এর অর্থ সোম ও ঋষভৌষধি ও দেওয়া আছে।

বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও বহুস্থলে উক্ষা শব্দের সোমপরক অর্থ করেছেন – যেমন দেখুন ঋগ্বেদের ১.১৬৪.৪৩ মন্ত্রটিতে –

**উক্ষানং পৃশ্নিমপচন্ত ধীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।।**

এর ভাষ্যে তিনি লিখেছেন –

(উক্ষানাম্) ফলস্য সেক্তারম্ (পশ্নিম্) শুক্লবর্ণং প্রাশ্নতে তেন ফলমিতি বা স্বয়ং প্রাশ্নত ইতি বা পৃশ্নিবল্লীরূপঃ সোমঃ তং (বীরাঃ) বিবিধপ্রেরণা কুশলা ঋত্বিজঃ (অপচন্ত) অত্র ধাত্বর্থানাদরেন তিঙ প্রত্যয়ঃ করোত্যর্থঃ স চ ক্রিয়া সামান্যবচনঃ অত্রৌচিত্যাদভিষবেন সম্পাদিতবন্তঃ। (তানি) তৎসাধনানি (ধর্মানি) অনুষ্ঠানানি (প্রথমানি) প্রতমানি প্রকৃষ্টানি ফলপর্য়বসায়ীনি (আসন্) সম্পাদিতান্যভবন্ য়দ বা সোম উক্ষাভবৎ পূর্বতং দেবাঃ শকৃতাপচন্ য়জ্ঞার্থেতদ্ভবো ধূমৌ মেষ আসীৎ তদুচ্যতে। তৎপরত্নেন বা মন্ত্রো ব্যাখ্যেয়ো বিচক্ষনৈঃ।

–বৈদিক সংশোধন সংস্থা, পুনা, সংভাগ ১, পৃ০ ১০০৮-৯

এখানে উক্ষার সোমপরক অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। উক্ষার পাচনের অভিপ্রায় এখানে সোমের রন্ধন অথবা তার আহুতি এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

মোনিয়র উইলিয়াম্‌স কৃত বিখ্যাত Sanskrit Dictionary, ১৭২ পৃষ্ঠায় উক্ষার অর্থ এইরকম দেওয়া আছে –

''উক্ষন্ Ukshan – Name of Soma (as sprinkling or scattering small drops) name of the maruts of the sun and Agni – one of the chief medicaments Rishabha.'' – Page 172.

এখানে উক্ষার অর্থ সোম, সূর্য, ঋষভক নামক ওষধি ঋষভক ও জীবক ওষধি সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে –

**জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ো, হিমাদ্রিশিখরোদ্‌ভবৌ।**
**রসোনকন্দবৎকন্দৌ, নিস্মারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ।।**

এই ঋষভক নামক ওষধির বর্ণনা অথর্ববেদ ১৯.৩৬.৫ মন্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায় –

**হিরণ্যশৃঙ্গ ঋষভঃ শাতবারো অয়ং মনিঃ।**
**দুর্ণাম্নঃ সর্বাংস্তৃঢ়বাঽ বরক্ষাংস্যক্রমীৎ।।**

অর্থাৎ সুবর্ণ সমান দীপ্যমান শৃঙ্গযুক্ত ঋষভ মহৌষধি ত্বকের দুর্নামযুক্ত সমস্ত দুষিত রোগকে আক্রমণ করে রোগজীবাণু নাশ করে।

**য়ানি ভদ্রানি বীজান্যৃষভা জনয়ন্তি চ।**
**তৈস্ত্বং পুত্রং বিন্দস্ব সা প্রসূর্ধেনুকা ভব।।**

– অথর্ব০ কা০ ৩.২৩.৪

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ঋষভের বীর্যবর্ধক ঔষধ হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

অগ্নিকে যখন উক্ষান্ন বলা হয় তখন তার অর্থ হয় অগ্নিতে সোম অথবা ঋষভ নামক মহৌষধি অর্পণ করা যা সকলের জন্য আরোগ্যদায়ক। বশা শব্দেরও বহু অর্থ হয় যথা –

**বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।।** অথর্ব০ ১.২০.১

এখানে বশার অর্থ ঈশ্বরীয় নিয়ম বা তার নিয়ামক শক্তি।

**ইয়ং বৈ পৃথিবী বশা পৃশ্নিঃ।।** শত০ ১.৮.৩.১৫

বশা এখানে পৃথিবীর আর এক নাম –

**বশায়াঃ পুত্রমায়ন্তি।।** – অথর্ব০ ২০.১০৩.১৫

সন্তানকে বশে রাখে বলে উত্তম নারীর জন্য বশা শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। এইরূপ বহু অর্থ হওয়া সত্ত্বেও যজ্ঞ প্রকরণে বশা একটি ঔষধিবাচক শব্দ যাকে মেদা নামেও জানা যায়। বৈদ্যক নিঘন্টুতে মেদা মহৌষধের কয়েকটি নাম পাওয়া যায় – মেদাধীরা, মনিচ্ছিদ্রা, মধুরা জীবনী, রসা, মেদোদ্ভবা, শ্রেষ্ঠা, বিভাবরী, বশা, শল্যপর্ণিকা, মেদসারা, স্নেহবতী, মেদিনী, স্নিগ্ধা, দ্রবা, সাধ্বী, মেদোবতী, পুরুষদন্তিকা, পল্যপণী, ছিদ্রবহুলা, ভব্যা, জীবনিকা, অধ্বরা, স্বল্পপর্ণী ইত্যাদি। নিঘন্টু চূড়ামনিতে এর গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে –

**মেদা তু মধুরা শীতা, পিত্তদাহার্তিকাসনুৎ।**
**রাজয়ক্ষ্মজ্বরহরা বাতদোষকরী চ সা।।**

অর্থাৎ এই মেদা (বশাও যার নাম) মধুর, শীত, পিত্ত দাহ, পীড়া, কাশি ইত্যাদি দূর করে, ক্ষয়রোগনাশ করে।

বশান্নায় শব্দের তাৎপর্য – এই বশা বা মেদা নামক মহৌষধকে অগ্নির অন্ন হিসাবে তৈরী করা যার ফলে সেটা রোগনাশক হতে পারে। সোমপৃষ্ঠায় – এই বিশেষণেরও এই অভিপ্রায় অর্থাৎ সোম ঔষধ যার পৃষ্ঠোপরি আসীন এবং যে বিশেষ রূপ ধারণকারিণী।

এইরকম রোগনাশক অগ্নির গুণ আমরা বর্ণনা করি এবং তার ব্যবহার করে আমরা লাভান্বিত হই।

**ত্বং নো অসি ভারতাগ্নে বশাভিরুক্ষভিঃ।**
**অষ্টাপদীভিরাহুতঃ।।** ঋগ০ ২.৭.৫

ইত্যাদি মন্ত্রের বাস্তবিক অর্থ এই যে, হে সকলের ভরণ-পোষণকারী অগ্নি, তোমার মধ্যে আমরা বশা অর্থাৎ মেদা নামক মহৌষধের পাতা, উক্ষা অর্থাৎ ঋষভকের অংশও অষ্টাপদী অর্থাৎ ধুতুরার পত্রাদি অর্পণ করি।

এই অষ্টাপদী বা ধুতুরার গুণ বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে –

**ধতুরো মদর্বনাগ্নিবাতকৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ।**
**কষায়ো মধুরস্তিক্তো যুকালিক্ষাবিনাশনঃ।**
**উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্মকন্ডূকৃমিবিষাপহঃ।।**

অর্থাৎ এ জ্বরও কুষ্ঠনাশক, উকুনও মৎকুন দূরীভূত করে, ব্রণ, কফ, চুলকানি, কৃমি বিষনাশক। এইজন্য একে হবনাগ্নিতে প্রদান করা হয়।

এই যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে মন্ত্রের কদর্থ করে বলা হলো যে, বৃষ, বন্ধ্যা গাভি এমনকি গর্ভিনী গাভিরও আহুতি দেওয়া হোক। এর চেয়ে বেশী নিন্দনীয় ও উপহাসাস্পদ আর কী হতে পারে ?

**য়স্মিমন্নশ্বাস ঋষভাস উক্ষনো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ।**

**কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসে হৃদা মতিংজনয় চারুমগ্নয়ে।।**

–ঋগ০ ১০.৯১.১৪

এই মন্ত্রে অশ্ব, ঋষ্ভ, উক্ষা, বশা, মেষ সব শব্দ ঔষধিবাচক যাদেরকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া উচিত।

এখানে অশ্ব শব্দে অশ্বগন্ধা নামক মহৌষধি এবং মেষ বলতে মেষপর্ণী নামক মহোষধি বুঝায়। অশ্বগন্ধব, হয়াহ্বয়া এইরকম ভাব- প্রকাশে এবং তুরগী, বনজা, বার্জিনী, হয়ী রাজনিঘন্টুতে ঔষধের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

**অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশ্বিত্র শোথক্ষয়াপহা।**

**বল্যা রসায়নী তিক্তা, কষায়োষ্ণাতিশুক্লা।।**

ভাবপ্রকাশে অশ্বগন্ধার গুণ বলা হয়েছে – কফ, শ্বেতকুষ্ঠ, শোথ, ক্ষয় ইত্যাদি দূর করে, বীর্য-বর্ধক রসায়ন। অতএব, তাকে অগ্নিতে প্রদান করার বিধান আছে।

যজ্ঞ প্রকরণে মেষ বলতে মেষপর্ণী নামক ঔষধ বুঝতে হবে– ভেড়া নয়। ভেড়াকে এডকও বলা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে একে অত্যন্ত অপবিত্র পশুর মধ্যে গণনা করা হয়েছে এবং কোন কারণে তার যজ্ঞভূমিতে আগমন হলে প্রায়শ্চিত করতে হয়।

**এয়ো হ পশবোऽমেধ্যাঃ দুর্বরাহ, এডকঃ শ্বাকা তত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ।**

এমন ভেড়ার অগ্নিতে আহুতি দেবার বিধান আধিভৌতিক দৃষ্টিতে কী করে হতে পারে ?

অতএব, মন্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা হলো – হে মনুষ্যগণ, (য়স্মিন্) যে অগ্নিতে (উক্ষণঃ) সেচনসমর্থ অর্থাৎ পুষ্টিকারক উক্ষ সেচনে উক্ষাঃ – উক্ষতেবৃদ্ধিকর্মণঃ – (ঋষভাসঃ) ঋষভ মহৌষধির পত্রাদি (উত) এবং (বশাঃ) মেষপর্ণীর পত্রের (আহুতা অব সৃষ্টাসঃ) আহুতি করা হয়েছে (কীলালপে) জলসেবনকারী সোম ঔষধিকেও পৃষ্ঠ – মধ্যে ধারণ করিবে (বেধসে) সর্বপ্রাণীদের পালক (অগ্নয়ে) অগ্নির জন্য (হৃদা) হৃদয় থেকে আনন্দপূর্বক (চারুমতিম্) সুন্দর স্তুতিকে (জনয়) প্রকাশ করো।

মনিয়র উইলিয়ামসের বিখ্যাত Sanskrit English Dictionary

তে এডক, বশা অষ্টপদিকা, মেদের ঔষধিবাচক অর্থও প্রদান করা আছে–

বশা – Premna Spinosa and Lorgibolia – Latin According to some Lat Vacca.

অষ্টপদিকা – The plant Vallaris Dichotomas Wall.

মেদঃ- A species of Medicinal Plant. (L) Page 832.

অতএব উক্ত মন্ত্রটির যে ঔষধিপরক ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সমর্থন এই সব প্রমাণগুলির দ্বারা হয়।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকোপনিষদের সেই বচন সম্বন্ধেও আলোচনা করে নেওয়া সমীচীন হবে যার দ্বারা প্রাচীন আর্যদেরকে মাংসভক্ষণকারী বলে প্রায়শঃ উল্লেখ করা হয়।

**অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পন্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্ বেদাননুব্রবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদন পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নী য়াতামীশ্বরো জনয়িতবা ঔক্ষেণবার্ষভেন বা।।** বৃহদা০ ৫.৪.১৮

এখানে উক্ষা, ঋষভ ও মাংসৌদন এই তিনটি শব্দের উপর বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। অনেক পাঠক ভ্রান্তিবশত ভাবতে পারেন যে, যারা উত্তম, বেদজ্ঞ সন্তান কামনা করে তাদেরকে মাংস ও ভাত মিশিয়ে খাওয়ার এবং বৃষের মাংসভক্ষণ করার এখানে বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব তথ্য অন্য।

বাচস্পত্যবৃহদভিধান এবং Sanskrit English Dictionary by Apte and Monier Williams থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে প্রথমেও দেখানো হয়েছে যে, উক্ষার অর্থ সোমও এবং ঋষভের অর্থ ঋষভক নামক ঔষধিও। সুতরাং গর্ভবতী স্ত্রী ও তার পতির জন্য সোম ও ঋষভক তুল্য বীর্যবর্ষক ঔষধির সেবনের এখানে বিধান দেওয়া হয়েছে, বৃষের মাংসভক্ষণের নয়।

সুশ্রুত দ্বিতীয় অধ্যায়ে গর্ভিণীদের পক্ষে মাংসাহার অত্যন্ত

ক্ষতিকর এমনকি গর্ভোপঘাতকও বলা হয়েছে যেমন –

**গর্ভোপঘাত করাস্তি মে ভাবাঃ – ন রক্তানি বাসাংসি বিভৃয়াৎ, ন অভ্যবহরেৎ, ন য়ানমধি রোহেৎ, ন মাংসশ্নীয়াৎ।**

এখানে গর্ভিণীদের জন্য মাংসাহার সম্পূর্ণ নিষেধ করে তার গণনা গর্ভোপঘাতকদের মধ্যে করা হয়েছে। তাহলে কী করে এটা সম্ভব হতে পারে যে, বেদজ্ঞ, উত্তম, সাত্ত্বিক সন্তান প্রাপ্তির জন্য মাংসাহারের বিধান দেওয়া আছে। এই মন্ত্রটির পূর্ব মন্ত্রগুলিতে ক্ষীরৌদন, দধৌদন, উদৌদন, ইত্যাদির বিধান লক্ষিত হয়, অতএব বিচারশীল, বিদ্বানদের মতই এখানে সুসঙ্গত মনে হয় অর্থাৎ মাংসৌদনম্ শব্দটির শুদ্ধ পাঠ হবে মাষৌদনম্ অর্থাৎ মাষের সঙ্গে মিশ্রিত ভাত।

গর্ভিণী প্রকরণে বৈদ্যক গ্রন্থে মাষের ব্যবহার দেখুন –

**ততোৎপরাহ্নে পুমান মাসং ব্রহ্মচারী সর্পিঃ স্নিগ্ধঃ সর্পিঃ ক্ষীরাভ্যা শাল্যোদনং ভুক্তা মাংস ব্রহ্মচারিনীং তৈলস্নিগ্ধৌং তৈলমাষোত্তরাহারাং নারীমুপেয়াদ্ রাত্রৌ।**

– সুশ্রুত শরীরাধ্যায় দ্বিতীয়

অর্থাৎ উত্তম সন্তান প্রাপ্তি হেতু মধুর ঔষধযুক্ত ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করাবে এবং স্ত্রীকে তেল ও মাষ সেবন করাবে।

ইত্যাদি বচন দ্বারা এটা পরিষ্কার যে, এখানে শুদ্ধ পাঠ মাষৌদনম্। কোন মাংসলোলুপ ব্যক্তি একে মাংসৌদনম্ লিখে দিয়েছে এবং পরবর্তীতে সেটাই প্রচলিত হয়ে যায়।

তবুও যদি কেউ হঠকারিতাবশত মনে করে যে, মাংসৌদনম্ কেই শুদ্ধ পাঠ মানতে হবে তাহলে নিরুক্ততে মাংসের যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে বলতে হয় যে ফলের মাংসল অংশ বা শাঁস এবং মনে ভালো লাগে এমন কোন উত্তম রুচিকর বস্তু – এই অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাংসং মাননং বা মানসং বা মনোস্মিন্ সীদতীতি বা।

নিরুক্ত ৪.১.৩

অর্থাৎ মাংস বলতে কোন মাননীয়, বুদ্ধিবর্ধক ও মনপছন্দ বস্তু যেমন ক্ষীর, রাবড়ি, ছানা, ফলের শাঁস ইত্যাদি বুঝায়।

চরক সংহিতা চিকিৎসাদশম্ অধ্যায়ে খর্জুর মাংসান্যথ নারিকেল-কোলথি মজ্জাংজন মক্ষিকা বিট এবং বৃহন্নিঘন্টতে –

**আম্রস্যানুফলে ভবন্তি যুগপন্মাংসাস্থিমজ্জাদয়ঃ, লক্ষ্যন্তে ন পৃথক-পৃথক স্ফুটতয়া, পুষ্টাস্তএব স্ফুটাঃ।**

অর্থাৎ আমের শাঁসের জন্য মাংস এবং আঁটির জন্য অস্থি শব্দের প্রয়োগ হয়। খেজুরের নরম খাওয়ার যোগ্য অংশকে 'খর্জুর মাংস' শব্দের প্রয়োগ দেখে তাকে পশু মাংসবাচক মনে করা অত্যন্ত ভুল।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.৭-এ "এতদ্ হ বৈ পরমম্ অন্নাদ্যং য়ন্মাংসম" বলে স্পষ্ট ভাষায় পরমান্নর (ক্ষীর) জন্য মাংস শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

'পরমান্নং তুপায়সম্' অমরকোষ কা০২ শ্লোক ২৪ পায়সং পরমান্নকে – হৈমচন্দ্রঃ, পায়সস্তু ক্লীবপুংসৌ, শ্রীবাস পরমান্নয়ো।। মেদিনী পরমান্নম্ – ক্ষীর, দুগ্ধ সহ রন্ধিত চাল।

– সংস্কৃত শব্দার্থ কৌস্তুভ পৃ০ ৪৭২

উক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্ষীর স্বাদযুক্ত তৃপ্তি ও পরমান্নকর হওয়ায় যজ্ঞের পরিভাষায় মাংস বলে ব্যবহৃত হয়েছে।

**য়দা পিষ্টানি অথ লোমানি ভবন্তী।**
**য়দাপ উন্নয়তি অথ ত্বগ্ ভবতি।।**
**য়দা সংয়ৌত্যথ মাংসং ভবতি।**
**এবং গোপথে উ০প্র০ ৪.৬ – পশবো বৈ ধানাঃ।**

**দধিমধু ঘৃতমাপো ধানা ভবন্তি এতদ্ বৈ পশূনাং রূপম্ । ।**

– তেত্তি০ সংহিতা ২.৩.২.৮ পৃ০ ১১৬

ইত্যাদি বাক্য থেকে জানা যায় যে, মাখানো আটা এবং ধান ও দধি, মধু, ঘৃতর জন্য পশু আদি শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন গ্রন্থে কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায় । সে সব দেখে পশুমাংস বলে ভ্রম হওয়া উচিত নয় ।

যজ্ঞ প্রকরণে বিখ্যাত ঔষধ গুগ্গুলের জন্য বলা হয়েছে –

**ন তং য়ক্ষ্মা অরুন্ধতে ন তং শপথো অশ্নুতে ।**

**য়ত্রৌষধস্য গুগ্গুলোঃ সুরভিগন্ধো অশ্নুতে । ।**

– অথর্ব০ ১৯. ৩৮ ।

এই মন্ত্রে যক্ষার মতো ভয়ংকর রোগের জীবানু কে নাশ করে এই গুগ্গুল । তার জন্য মাংসের প্রয়োগ দেখুন – য়নমাংসমুপভৃতং তদ্ গুগ্গুলু । ।

–তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.২.৮ পৃ০ ৩৮৫

অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধী সামগ্রী মধ্যে গুগ্গুলকে মাংস বলা হয় ।

**উক্ষ্নো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম ।**

**উতাহমদ্মিপীব ইন্দুভে কুক্ষী পৃনন্তি মে বিশ্বস্পদিন্দ্র উত্তরঃ । ।**

–ঋগ০ ১০.৮৬.১৪

'বৈদিক এজ' গ্রন্থে এখানে ইন্দ্রকে বৃষ মাংস ভক্ষণকারী বলা হয়েছে । অন্যান্য অনেকেও এই ভ্রমের শিকার হয় । কিন্তু বাস্তবিক তথ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই মন্ত্রটির অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে । আমরা এখানে মাত্র তিনপ্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করবো – জ্যোতিষপরক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক । সমস্ত সূক্তটির সুন্দর জ্যোতিষপরক ব্যাখ্যা হতে পারে । এই অবস্থায় মন্ত্রটির ব্যাখ্য হবে –

(১) উত্তর ধ্রুবরূপ ইন্দ্র বৃষাকপি রূপ সূর্যের পত্নী রেবতীকে তারা (বৃষাকপায়িরেবতি) বলে – আমার জন্যই – আমার অন্তরিক্ষ

লোক রূপী উদর পূর্তির জন্যই পনের সহ কুড়ি মোট ৩৫ উক্ষাদেরকে – তোমার গ্রহ উপগ্রহকে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পন্ন করাই, তাদেরকে আমি অন্তরিক্ষ লোকে গ্রহণ করি (উত অহম্ অদ্মি)। অতএব, আমি (পীবঃ) প্রবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। (মে উভা কুক্ষী ইৎ পূর্ণন্তি) আমার উভয় পার্শ্বোদর অর্থাৎ উভয় গোলার্ধ গ্রহ-উপগ্রহদ্বারা পূর্ণ করি। এখানে উক্ষা শব্দ গ্রহদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে যেমন 'অমী য়ে পঞ্চোক্ষ্ণো মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ' (ঋগ০ ১.১০৫.১০) এই মন্ত্রে উক্ষা মঙ্গল, বুধাদি গ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই রেবতি নক্ষত্রের ৩৫টি উক্ষা অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ যার মধ্যে ৯টি গ্রহ এবং ২৬টি উপগ্রহ। পাশ্চাত্য জ্যোতি বির্দদের মতেও ৩৫টি গ্রহ-উপগ্রহ। তাদের পদ্ধতিতে পৃথিবী, মঙ্গলাদি ৯টি গ্রহ পৃথিবীর উপগ্রহ ১টি, মঙ্গলের ২ টি, বৃহস্পতির ৯টি, শনির ৯ টি, ইউরেনাসের ৪টি ও নেপচুনের ১টি।

–বৈদিক জ্যোতিষ, পৃ০ প্রিয়রত্ন আর্যকৃত, পৃ০৪১-৪২

(২) আমাদের মান্যবর উপাধ্যায়, প্রথিতযশা বিদ্বান প০ বিশ্বনাথ বিদ্যামার্তন্ড এই 'উক্ষনো হি মে পঞ্চদশ' (ঋগ-০ ১০.৮৬.১৪) প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষপরক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখছেন – ঋগ০১০.৮৬.১২৩ মন্ত্রগুলি জ্যোতিষ সম্বন্ধীয়, এর মধ্যে বৃষাকপি, মৃগ, শ্বা, বরাহয়ু, উক্ষা, বৃষভ, ধন্ব, কৃন্তত্র, উদঞ্চচোগৃহম, পশুঃ – ইত্যাদি শব্দ রাশিচক্রের ভিন্ন-ভিন্ন অংশের বর্ণনা করে। বর্ষাকালের বর্ণনা, সূর্য যখন বৃষ রাশিতে তাপিত হয় তখন যেন এই সমস্ত উক্ষাদের পরিপাক হয়। যখন সূর্য বৃষ রাশিতে থাকে তখন বৃষ রাশির কোন নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়না। এটাই তাদের ভক্ষণ। এ সবই আলঙ্কারিক।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জন্য উল্লেখিত দুই বিদ্বানকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের বক্তব্য বিচারশীল বিদ্বানদের নিকট

উপস্থাপিত করা হলো।

(৩) আধ্যাত্মিক অর্থ নিম্নপ্রকার – (মে) আমার জন্য বিদ্বানেরা (উক্ষ্ণঃ) সুখবর্ষণে সমর্থ সকল প্রাণ কে (পঞ্চদশ) ১৫ ও (বিংশতিম্) ২০ বা তাতে প্রবিষ্ট আত্মাকে (সাকম্) একসঙ্গে (পচন্তি) পরিপাক করে, তপস্যা দ্বারা তাদেরকে দৃঢ় করে (উত) এবং (অহম) আমি (অদ্মি) তার ভোগ করি, তাদেরকে স্বীকার করি, (পীবঃইৎ) এবং আমি অত্যন্ত বলবান থাকি তারা (মে) আমার (উভা কুক্ষী) উভয় কুক্ষিকে পূর্ণ করে। এইরূপ (ইন্দ্রঃ) পরমেশ্বর (বিশ্বস্মাৎ উত্তরঃ) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পঞ্চদশ) ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই ৫, মোট ১৫, তাদের মধ্যে প্রবিষ্ট আত্মা বিংশতি।

(৪) আধিভৌতিক অর্থ করলে উক্ষার অর্থ সোম বা ঋষভক ঔষধি প্রথমে সপ্রমাণ বলা হয়েছে। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ হবে।

ঋত্বিকের বৈদ্য ইন্দ্র-রাজার জন্য (উক্ষণঃ) সোমের (পঞ্চদশ) ১৫টি পাতা (পচন্তি) পরিপাক করে এবং তার দ্বারা (বিংশতিম্) ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ১০ প্রাণ এই সবগুলিকে (সাকং পচন্তি) নিয়ে একসঙ্গে পরিপাক করে।

আমি তাদেরকে (আমি) খাই এবং (পীবঃইৎ) পুষ্টি লাভ করি। আমার উভয় কুক্ষি সোমরস দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

সোমরস বা ঋষভক ঔষধির ১৫টি পাতার বিধিপূর্বক সেবন মনুষ্যকে শারীরিক শক্তিমান করে তোলে – আধিভৌতিক অর্থের মাধ্যমে এই রকম উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বৃষের মাংস গ্রহণ করা সর্বথা অনুচিত কেননা বেদে তাকে অঘ্ন্য (অহননীয়) বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও –

**স ধেন্বৈ চানুডুহশ্চ নাশ্নীয়াৎ, ধেন্বনুডুহৌ বা ইদং সর্বং বিভৃতঃ...তস্মাদ্ ধেন্বনডুহোর্নাশ্নীয়াৎ।**

– শতপথ ৩.১.২.২৯

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্পষ্ট আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বৃষের মাংস কখনও ভক্ষণ করা উচিত নয় কেননা গাভি ও বৃষ এই পৃথিবীর ধারক। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'ভক্ষয়ামি ত্বহং যদি আংসলংভবতি' শতপথের এই বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত মানতে হবে। আমাদের মাননীয়, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী পং বুদ্ধদেব বিদ্যামার্তন্ড এই বাক্যটির অন্য রকম অর্থ করেন। এই প্রসঙ্গে পন্ডিতজির মন্তব্য পাঠকদের লাভ হেতু তাদের সম্মুখে রাখছি লিখছেন –

**স ধেন্বৈ চানুডুহশ্চ নাশ্নীয়াৎ....তদুহোবাচ য়াজ্ঞবল্ক্যো ऽশ্নাম্যেবাহমাংসলং চেদ্ ভবতি।।**

এর তাৎপর্য এই যে, সে (যজমান) গাভির ও বলদের খাবে না....এর পর যাজ্ঞবল্ক বললেন – আমি খাবো যদি এ বলবর্ধক হয়।

এখানে লক্ষণীয বিষয় এইযে, সমস্ত মন্ত্রে মাংস শব্দ কোথাও নেই। তবে মাংস শব্দ কোত্থেকে এলো ?

যদি মাংস শব্দ ধরেও নেওয়া হয় তাহলে এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, গাভি ও বৃষের মাংস একরূপ তবে সেখানে স্ত্রীলিঙ্গ, পুল্লিঙ্গের ভেদ কেন ?

কিছুক্ষণের জন্য যদি মানা হয় যে, গোমাংসের স্বাদ-বিশেষজ্ঞ গাভিও বৃষের মাংসের স্বাদের তারতম্য বুঝতে পারেন 'তাহলে গব্যং মাংসং নাশ্নীয়াৎ' বলে কাজ চালানো যেত। এখানে 'ধেন্বৈ অনডুহশ্চ' গাভি ও বৃষ উভয়ের আলাদা বলা হলো কেন ?

এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বাক্যটির অর্থ উপলব্ধি করতে মস্ত বড়ো ভুল হয়েছে। এই বাক্যটি বুঝতে গেলে প্রথমে এর প্রসঙ্গের দিকে নজর দিতে হবে। সোমযজ্ঞে এই মন্ত্রটি পঠিত হয়। উপবাস প্রসঙ্গে শতপথে প্রথমেই বলা হয়েছে যে উপবাসের সঙ্গে

খাওয়ার বা না খাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। উপবাসের অর্থ উপস্থিত থাকা। অতএব, যজ্ঞে কেউ যখন কোন দেবতার সেবায় উপ অর্থাৎ সমীপে, বাস অর্থাৎ স্থিত থাকে তখন সেই সময় তাকে ভোজন না দেওয়া অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্তির পূর্বে আহার গ্রহণ করা দেবতার অপমান করা হয়। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে – যদি নিতান্ত ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে যজ্ঞ কী করে করবে ? সুতরাং কিছু তো অবশ্যই খেতে হবে যদিও সে খাওয়াটা না খাওয়ারই সমতুল্য অর্থাৎ যার হবি গ্রহণ করা হয় না যেমন কোন বুনো ফল বা কন্দ-মূল ইত্যাদি খেয়ে নিলে যজ্ঞও চলতে থাকবে এবং দেবতারও অপমান হবে না।

এই কথারই এখানে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, গাভির অর্থাৎ দুগ্ধজাত দ্রব্য মাখন, সর, দই ইত্যাদি খাবে না এবং বৃষের অর্থাৎ কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য খাবে না। এই সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন – সোমযাগ করতে দীর্ঘ সময় লাগে। যদি দুর্বলতা বোধ হয় তবে হালকা, পুষ্টিকর পদার্থ সামান্য পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে – তাতে কোন অসুবিধা হয় না। যে বাক্যে মাংসের কোন গন্ধ নেই সেখানে মাংস শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া, তারপর স্ত্রীলিঙ্গ-পুলিঙ্গ, গাভি-বলদ উভয়ের আলাদা ভাবে গ্রহণ করার কোন তাৎপর্য থাকে না, সেখানে এইরকম অর্থ কী করে হতে পারে ? বলিহারি এই বুদ্ধির।

আমরা দৈনন্দির ব্যবহারেও এটা লক্ষ্য করি – যখন কেউ মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে যায় এবং তথাকার লোকেরা ভদ্রতাবশত খাওয়ার অনুরোধ করে, তখন সে বলে – আমরা মেয়েদের খাই না, মেয়েদের খাওয়া ধর্ম নয়। এর মানে কি এই হবে যে, আমরা মেয়েদের মাংস খাই না ? এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটা প্রকরণ আরও দেখুন–

সর্বাভির্বা এষ দেবতাভিরালব্ধো ভবতি য়ো দীক্ষিতো ভবতি তস্মাদহুর্ন দীক্ষিতস্যাশ্নীয়াদিতি। স য়দগ্নীষো-মাবমুঞ্চতং গৃভীতানিতি বপায়ৈ য়জতি সর্বাভ্য এব তদ্ দেবতাভ্যো য়জমানং প্রমুঞ্চতি তস্মাদাহুরশিতব্যং বপায়াং হুতায়াং য়জমানো হি স তর্হি ভবতি।।

– ঐতরেয়, ৬ষ্ঠ খন্ড ৯ম অধ্যায়।

অর্থাৎ যে সোমযাগে দীক্ষিত হয় সে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দেবতাদেরকে সমর্পণ করে দেয়। এই জন্য দীক্ষিতের খাবে না। সুতরাং যখন সে 'অগ্নীষোমাব-মুঞ্চতং গৃভীতানিতি' এই উপদেশ মতো বপাহোম অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়ামের সাহায্যে শরীর সুগঠিত করে। বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচর্যা করে, শরীর যেন স্থুল না হয় ইত্যাদি ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তখন সে দেবতাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তাদের সেবায় কৃতকার্য হয়ে যায়, তারপর তার অবস্থা সাধারণ যজমান তুল্য হয়ে যায়, সুতরাং বপাহোমের পর দীক্ষিতের গৃহেও ভোজন করা উচিত। এখানে দীক্ষিতস্য নাশ্নীয়াৎ শব্দ এসেছে এখানে মাংস অর্থ গ্রহণ করা হলো না কেন ? এখানে একজন বিদ্বান লিখছেন যে দীক্ষিতস্য গৃহে নাশ্নীয়াৎ – এটা আবার কি বিচিত্র লীলা। ধেন্বৈ অনুডুহশ্চ-র সময় 'মাংসম্' এসে গেলো আর দীক্ষিতের সময় 'গৃহে'। এইসব লক্ষ্য করে মহাভারতে বলা হয়েছে –

**ধূর্তেঃ প্রবর্তিতং চক্রম্।।**

(কার সেনায় অংশগ্রহণ করবে – কৃষ্ণ না কংসের ? প০ বুদ্ধদেব বিদ্যালংকার, বিদ্যামার্তন্ডরচিত এবং প্রভাতাশ্রম কার্যালয়, ডা০ জানী, জেলা মেরঠ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৭,২৯)

বিস্তারভয়ে এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি তবুও এটা করার পূর্বে অন্য একটি তথ্যের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

বৈদিক এজ্ ৩৯৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গোমাংস ভক্ষণ অথবা গোবধাদি সম্পর্কীয় যে সব প্রমাণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাদের শেষে এটাও লিখিত আছে The expression অতিথিনীর্গাঃ (Cows fit for guests in X. 68.3) Implies the same distinction.

অর্থাৎ ঋগ্বেদ ১০.৬৮.৩ মন্ত্র সংখ্যায় আগত 'অতিথিনীর্গাঃ' দ্বারা অর্থাৎ অতিথিদের জন্য গাভি, একটা পার্থক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লেখকের অভিপ্রায় এখানে পরিষ্কার নয় সম্ভবত তিনি বলতে চেয়েছেন যে–

**সাধ্বর্য়া অতিথিনীরিষিরাঃ স্পার্হা সুবর্ণা অনবদ্যরূপাঃ।**
**বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্য়া গা উপে য়বমিব স্থিবিভ্যঃ।।**

এই মন্ত্রে, অতিথিনীর্গাঃ, শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে তার অর্থ অতিথিদের জন্য উপযুক্ত গাভি। এর দ্বারা সম্ভবত তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রতিষ্ঠিত অতিথি গৃহে আগমন করলে গাভি হত্যা করে তার মাংস দ্বারা তাকে তৃপ্ত করা হতো। এইজন্য অতিথিদের জন্য 'দাশগোঘ্নৌ' সম্প্রদানে এই অষ্টাধ্যায়ী সূত্র অনুযায়ী 'গোঘ্ন' শব্দের প্রয়োগ হতো। বিবাহ-অনুষ্ঠানের সময় অতিথিদের জন্য গাভি হত্যা করে তার মাংস খাওয়ানো হতো এই সমস্ত বৈদিক এজ্ গ্রন্থের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। বৈদিক এজ-র ভূমিকা লেখক এবং ভারতীয় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ কানাইলাল মুন্সী লিখিত লোপামুদ্রা নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করা হয়। তিনি লিখেছেন যে, সেই সময় 'অতিথিগ্ব' একটা সন্মান সূচক উপাধি ছিলো যার অর্থ তিনি গোমাংস পরিবেশনকারী করেছেন।

এর উপর আলোকপাত করা এবং গোঘ্ন, অতিথিগ্ব ও অতিথিনীর্গাঃ সম্বন্ধে ভ্রম দূর করা আবশ্যক। অতিথিনীঃ গাঃ-র বিশেষণরূপে ঋগ০ ১০.৬৮.৩ মন্ত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। এর অর্থ

সায়ণাচার্যাদি ভাষ্যকারগণ 'অত সাতত্যগমনে' এই ধাত্বর্থ নিয়ে সততং গচ্ছন্তীঃ অর্থাৎ সতত গতিশীল এইরকম করেছেন। গাঃ-র অর্থও গাভি ব্যতিরেকে জল করেছেন। সাধু নয়নাদিগুণযুক্তা গাঃ–অপঃ। কিন্তু যদি অতিথিনীঃতে সরাসরি অতিথি শব্দও ধরা হয় তাহলেও অর্থ পরিষ্কার – এমন গাভি যা 'অতিথিভ্যো নীয়ন্তে' অতিথিদের নিকট দান হেতু আনা হয়েছে – তাদেরকে দান করা হোক। এর মধ্যে হত্যা বা বধ করার অভিপ্রায় আনা 'অঘ্ন্যাঃ, অদিতিঃ' ইত্যাদি অহিংসার যোগ্যঃ অর্থ বোধক শব্দগুলি থাকা সত্ত্বেও – নিতান্ত অসঙ্গত।

অতিথিগ্ব শব্দের অর্থ স্পষ্টতঃ অতিথীন্ প্রতি সেবার্থং গচ্ছন্ অর্থাৎ অতিথিদের সেবার জন্য তাঁদের কাছে যাও। এই রকম অর্থই করেছেন সায়ণাচার্য এবং মহর্ষি দয়ানন্দাদি অন্যান্য ভাষ্যকারগণ। অতিথিগ্বর অর্থ অতিথিদেরকে গোমাংস পরিবেশনকারী করা সম্পূর্ণ মনগড়া। অতিথিগ্ব শব্দের তাৎপর্য অতিথিসেবক মাত্র, কানাইলাল মুন্শী কী করে গোমাংস পরিবেশনকারী লিখে দিলেন তিনিই জানেন। এর পক্ষে কোন প্রমাণও তিনি দিতে পারেননি। তার মতো সংস্কৃতপ্রেমী ও ভারতীয় সংস্কৃতির একজন মাননীয় সদস্য হিসাবে এইরকম মনগড়া অর্থ করে জনগণের মনে ভ্রান্তির সঞ্চার করা নিতান্ত অনুচিত। মিঃমনিয়র উইলিয়ম্স কৃত বিখ্যাত Sanskrit English Dictionary-তেও অতিথিগ্ব শব্দের অর্থ To whom guests should go (page 14) করেছেন অর্থাৎ যার কাছে অতিথিদের যাওয়া উচিত। মিঃ ব্লুমফীল্ড ও তার অর্থ Presenting cows to guests অর্থাৎ অতিথিদেরকে গাভি উপহার দেয় যে, করেছেন।

এখন 'গোঘ্ন' শব্দ নেওয়া যাক প্রথমত 'গোঘ্ন' শব্দের অতিথি অর্থে প্রয়োগ বেদে দৃষ্টিগোচর হয়না। যেখানে গোঘ্ন শব্দ পাওয়া যায় সেখানে গোঘ্ন থেকে সর্বদা দূরে থাকা বা তাকে দূরে

রাখার আদেশ দেওয়া আছে, যথা –

**'আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নম্ ।।'** ঋগ০ ১.১১৪.১০

অর্থাৎ যে গোঘ্ন – গাভির হত্যাকারী অধম পুরুষ – সে তোমার থেকে দূরে থাকুক। পুরুষ হত্যাকারীও তোমার থেকে দূরে থাকুক। দ্বিতীয়তঃ যখন অতিথির জন্য এই গোঘ্ন শব্দের ব্যবহার প্রাচীন গ্রন্থে কোথাও পাওয়া যায় তবে তার অর্থ হবে যার জন্য গাভি দেওয়া হয় অথবা যার জন্য সর্বদা, উত্তম, প্রিয়, মধুর বাণী প্রয়োগ করা হয়। গোঘ্নতে যে হন্ ধাতুর প্রয়োগ হয় তার দুটি অর্থ ধাতুপাঠে দেওয়া হয়েছে – হন্ হিংসাগত্যোং অর্থাৎ হিংসা ও গতি। গোঘ্নতে তার গতি অথবা জ্ঞান, গমন, প্রাপ্তি সম্বন্ধীয় অর্থ। মূখ্য-অভিপ্রায় সেখানে প্রাপ্তির অর্থাৎ যাকে উত্তম গাভি প্রাপ্ত করানো হয়। গতেসুয়োঽর্থা – জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি। অথর্ববেদের ৬.১০১.১ মন্ত্রে পতিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে –

**''যথাঙ্গ বর্ধতাং শেপস্তেন য়োষিত মিজ্জহি।''**

অর্থাৎ তুমি বীর্য সম্পন্ন হয়ে স্বীয় পত্নির নিকটে গমন করো।

এখানে 'জহি' শব্দের অর্থ সায়ণাচার্যাদি সব ভাষ্যকারগণ 'গচ্ছ' অর্থাৎ যাও করেছেন, কেউ 'হত্যা করো' এরকম করেননি কেননা স্ত্রীকে হত্যা করার অর্থ কোন মূর্খও মেনে নিতে পারে না।

– শতপথ ১.৪.২.১ নিম্ন বাক্য দেখুন –

এখানে ও জিঘাংসতিতে হন্ শব্দ স্পষ্টতঃ গত্যর্থক, বধার্থক নয় নতুবা অর্থ হবে যজমান দেবতাদেরকে হত্যা করতে চায় অথচ প্রকরণ মতে সঙ্গত অর্থ হবে যে, সে দেবতাদেরকে প্রাপ্ত করতে চায় সুতরাং সায়ণাচার্য তার ব্যাখ্যায় 'প্রাপ্তমিচ্ছতি' লিখেছেন, ঠিকই করেছেন। এইরকম অনেক উদাহরণ উপস্থাপিত করা যেতে পারে। অতএব, গোঘ্ন শব্দের অর্থ এই যে, 'গৌঃ হন্যতে প্রাপ্যতে য়স্মৈ' যার জন্য গাভি প্রদত্ত হয়।

গৌঃ শব্দের অর্থ বাণী ও বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে প্রচলিত। নিঘন্টু নামক বৈদিক কোষে ১.১১-তে গৌঃ শব্দ বাণীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অমরকোষেও সেটি বাণীর সমার্থক শব্দে প্রযুক্ত হয়েছে যার প্রয়োগ বর্তমান যুগের কবিকুল শিরোমণি কালিদাস করেছেন, দেখুন –

"ইত্যর্ধ্যপাত্রানুমিতব্যয়স্য রঘোরুদারমপি গাং নিশম্য।"

(রঘুবংশ, পঞ্চম সর্গ)

যাই হোক গোঘ্ন শব্দের অর্থ অতিথি নিলেও তার জন্য মধুর বাণী প্রাপ্ত করানো হয়, মধুর প্রিয় শব্দের ব্যবহার করা হয়।

অতএব অতিথির্নীঃ, অতিথিগ্ব, গোঘ্ন ইত্যাদি শব্দ দেখা মাত্র বিচারশীল বিদ্বান্ যেন ভ্রমে না পতিত হন।

## বশা শব্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা –

বৈদিক এজ-র ৩৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত যে সব মন্ত্রের আলোচনা করে এসেছি তার মধ্যে বশা-র অর্থ বন্ধ্যা গাভি করা হয়েছে এবং এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সেই প্রকার গাভির বলি দেওয়া হতো। এই অর্থ ও ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। বশা শব্দের মধ্যে একটা বিশাল ভাব নিহিত আছে। যার অর্থ পৃথিবী, সমস্ত বিশ্বকে বশে রাখার পরমাত্মার শক্তি, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে বশে রাখার আত্মার বিচিত্র শক্তি ইত্যাদি কিন্তু তার বন্ধ্যাপরক অর্থ করা এবং অথর্ববেদে (মন্ত্র ১০.১০.৪) তার বলি দেওয়ার বিধান আছে এইরকম স্বীকার করা নিতান্ত অনুচিত, আমরা সেই সূক্তের আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি কিন্তু তার মধ্যে বন্ধ্যা গাভি বা তাকে যজ্ঞে বলি দেওয়ার কোন প্রমাণ আমরা পাইনি বরং তার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ হস্তগত হয়। প্রথমতঃ গৌঃ-র এই রকম অর্থ করলে মন্ত্রার্থ সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে কেননা বশা সম্বন্ধে বলা হয়েছে –

**য়য়া দৌর্য়য়া পৃথিবী য়য়াপো গুপিতা ইমাঃ।**
**বশাং সহস্রধারাং ব্রহ্মণাচ্ছা বদামসি।।**

– অথর্ব০ ১০.১০.৪

অর্থাৎ আমরা সেই সহস্রধারা (অসংখ্য ধারণ কারিণী) বশাকে বেদমন্ত্রের দ্বারা বর্ণনা করে থাকি যে এই আকাশ, পৃথিবী ও সমস্ত জলকে সুব্যবস্থিতভাবে রক্ষা করে আছে।

বন্ধ্যা গাভি সম্বন্ধে এইরকম মন্তব্য অশোভনীয়। তাকে সহস্রধারা বলা যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত দুগ্ধবতী গাভিকেও এইরূপ বলা সম্ভব নয়। এখানে পরমাত্মার সমস্ত জগতকে বশে রাখার শক্তির স্পষ্ট বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে, যে কারণে –

**অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী।**

– ঋগ০ ১০.১৯০.২

এই মন্ত্রে পরমাত্মাকে বশী বলা হয়েছে। উপনিষদেও একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা। কঠ০ ৫.১২

এই রূপে স্মরণ করা হয়েছে। যদি গৌপরক অর্থ কোন ভাবে ধরাও যায় তাহলেও এটা লক্ষণীয় যে, এই সূক্তের (১০.১০) প্রথম মন্ত্রেই 'অঘ্নে তে নমঃ'। এই ভাবে অঘ্ন্যা শব্দের জন্য বশা প্রযুক্ত হয়েছে যার অর্থ অহন্তব্যা। তাহলে তার বলি দেওয়ার কথার সঙ্গতি কী করে হতে পারে ? শতৌদনা শব্দ বশা-র সমার্থক শব্দ ধরা হয় যার অর্থ অথর্ব০ ১১.৯ বলা হয়েছে তার জন্য জিহ্বা সংমাষ্টু অঘ্ন্যে (১০.৯.৩), পক্তারমঘ্ন্যে মা হিংসী (মন্ত্র সংখ্যা ১১), য়ানি লোমান্যঘ্ন্যে (মন্ত্র সংখ্যা ২৪) এইরকম তিন বার অঘ্ন্যা শব্দের প্রয়োগ হয়েছে যার অর্থ অহন্তব্যা অথবা হত্যা করার যোগ্য নয়।

বশার অর্থ বন্ধ্যা গাভি করা হয় কিন্তু এখানে অথর্ব০ ১০.১০.৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে –

**শতং কংসো শতং দোগ্ধারঃ বসাং বিদুরেকধা।**

অর্থাৎ তার শত জন দোহনকারী, শতটি কাংস্যপাত্র।

বন্ধ্যা গাভি দুধই দেয় না তার আবার শতদোহনকারী ?

'ইয়ং বৈ পৃথিবী বশা (শত০ ৫০.১.৩.৩) অনুযায়ী পরমাত্মার বশীকারিণী শক্তি ছাড়া পৃথিবী অর্থ গ্রহণ করলেও অনেক মন্ত্রের সুব্যাখ্যা হতে পারে। উভয় সূক্তে বারবার শতৌদনা বা বশা শব্দের দান ও গ্রহণ অর্থ নেওয়া হয়, বধ করার নয়।'

**য়ো দদাতি শতৌদনাম্।। –অথর্ব০ ১০.৯.৬**

**হিরণ্য জ্যোতিষং কৃত্বা য়ো দদাতি শতৌদনাম্।।**

– অথর্ব১০.৯.৬

**লোকান্‌ৎস সর্বানাপ্নোতি য়ো দদাতি শতৌদনাম্।।**

-অথর্ব০ ১০.৯.১০

**য়ো বশাং প্রতিগৃহীয়াৎ।।** অথর্ব০ ১০.১০.২

**য় এবং বিদুষে বশাং দদুস্তে গতাস্ত্রিদিবং দিবঃ।।**

– অথর্ব০ ১০.১০.৩২

**ব্রাহ্মণেভ্যো বশাং দত্বা সর্বাংলোকানৎ সমশ্নুতে।।**

– অথর্ব০ ১০.১০.৩৩

এখানে গাভিহত্যার বিধান তো নেই বরং অঘ্ন্যা-র প্রয়োগ দ্বারা নিষেধ অবশ্যই করা হয়েছে –

**য়ে তে দেবি শমিতারঃ পক্তরো য়ে চ তে জনাং।**

**তে ত্বা সার্ব গোপ্‌স্যন্তি মেভ্যো ভৈষীঃ শতোদনে।।**

– অথর্ব০ ১০.৯.৭

এই মন্ত্রে শমিতা ও পক্তা শব্দের প্রয়োগ পৃথিবীতে শান্তি বিস্তারকারী এবং তদুপরি শ্রম করে ফল উপার্জনকারী বিদ্বানদের জন্য হয়েছে। হে পৃথিবী, তারা তোমার রক্ষা করবে, তাঁদের থেকে তুমি ভীত হয়ো না।

মধ্যযুগের যাজ্ঞিকরা ও ভাষ্যকাররা শমিতা ও পক্তা শব্দের

অর্থ হত্যাকারী ও পশুমাংসরন্ধনকারী ইত্যাদি কদর্থ করে সর্বনাশ করে দিয়েছে।

অতএব, এই সুক্তগুলির বন্ধ্যা গাভির বলি দেওয়ার অর্থে বিনিয়োগ করা এবং সেইরূপ অর্থ করা যেমন বৈদিক এজ্-র লেখকরা বুঝেছেন নিতান্ত অসঙ্গত, গোমেধের অর্থ **মহর্ষি গার্গ্যায়নকৃত প্রণববাদ অনুযায়ী গোমেধস্তাবচ্ছব্দমেধ ইত্যবগম্যেতে গাং বাণীং মেধয়া সংযোজনমিতি তদর্থাৎ। শব্দশাস্ত্রজ্ঞানমাত্রস্য সর্বেভ্যঃ প্রদানমেব গোমেধো যজ্ঞঃ।।** (প্রণববাদে – ব্রহ্মবাদিন্ প্রেস, মাদ্রাস, সন্ ১৯১৫, প্রকরণ ৩, তরঙ্গ ৬)

অর্থাৎ বাণী মেধার সঙ্গে সংযুক্ত করা অথবা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা-ভাবনা করে শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করা, অন্যকেও শব্দশাস্ত্র (ব্যাকরণ) শিক্ষা দেওয়া গোমেধ, গৌঃ শব্দের বাণী অর্থ নিয়ে উক্ত অর্থ করা হয়েছে।

গৌ পৃথিবীপরক অর্থ করলে এর দুটি অর্থ হয়–প্রথম পারসীদের গোমেজের সমান (স্পষ্টতঃ গোমেধের বিকৃত রূপ) পৃথিবীতে উত্তম কৃষি করা এবং দ্বিতীয়, তান্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৯.১৩ মতে

**''অথৈষ গোসবঃ স্বারাজ্যো যজ্ঞঃ।।''**

অর্থাৎ ভিতর ও বাইরের সত্য স্বরাজ্যই গোমেধ বা গোসব নামে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়, বাণী, ইত্যাদি সবাইকে আত্মার অধীনে রাখা এবং তাকে পবিত্র করা এটা আন্তরিক স্বরাজ্য এবং পৃথিবীকে উত্তম রীতি দ্বারা নিজেরই রাষ্ট্রের ব্যক্তি দ্বারা উত্তম রূপে প্রজাহিতার্থ শাসন করানো বাহ্য স্বরাজ্য যাকে গোমেধ বা গোসবও নাম দেওয়া হয়েছে।

**মাননীয় শ্রী সম্পূর্ণানন্দজির যজ্ঞ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য**

উত্তর প্রদেশের স্বনামধন্য বিদ্বান শ্রী সম্পূর্ণানন্দজি শ্রুতি প্রভাটীকায় ঋগ্বেদীয় সুক্তের যজ্ঞে পশুবলি বিষয়ে একটা

গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখেছেন। এই প্রকরণে সেটা উদ্ধৃত করা অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে হয়। তিনি লিখছেন –

বলি ছাড়া যজ্ঞ অসম্পূর্ণ। ছাগল-মোষ কেটে বলি দেওয়া বাস্তবিক বলিদান নয়। এইরকম কর্ম হিংসাত্মক এবং বেদের আজ্ঞাবিরুদ্ধ – 'মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি' কোন প্রাণীর হিংসা করবে না। এমন কর্মদ্বারা পাতকের দোষ লাগে। যে প্রাণী এখনও অনুদ্বুদ্ধ, কাম, ক্রোধের বশ, শাস্ত্রে তাকে পশু বলে। এই জন্য পরমাত্মার এক নাম পশুপতি। যতক্ষণ মনুষ্য পশু ততক্ষণ তার যজ্ঞে অধিকার নেই. তার সমস্ত ক্রিয়া তামস ও ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রেরিত। যারা সত্যমার্গের পথিক হতে চায় তাদের এই সব দুর্বলতা জয় করতে হবে। একেই পশুর আলভন, বলিদান বলা হয়। যত বড়ো যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে ততবড়ো বলির প্রয়োজন, ততবড়ো পশুর আলভন করতে হবে। যোগী পুরুষকে সর্বদার জন্য হিংসা, অসত্য, পরিগ্রহ, স্তেয় ও মৈথুন প্রবৃত্তি দমন করতে হয়। যখন সে সমাধি অভ্যাস দ্বারা অস্মিতা – অহং ভাব জয় করতে সক্ষম হয় তখন তন্ত্রের ভাষায় বলতে হয় সে মহিষের আলভন করেছে অর্থাৎ মহিষের বলি দিয়েছে।

## সত্য পশুবলি

যোগী না হয়েও কোন কল্যাণকারী কর্মে যে যোগদান করে তাকে তার পশুত্বকে হত্যা করতে হয়। প্রত্যেক বিদ্যানুরাগী, লোকসেবক, উপাসক এই রকম অনুভব করে থাকেন। অহংকার ও মমত্বের প্রাচীর আমাদের একে অপরের তন্ময়তার পথে বাধাস্বরূপ। সেই প্রাচীর ভেঙে ফেলাই সত্য বলি। এর দ্বারা নিজের মধ্যে সুপ্ত শক্তিগুলি জাগ্রত হয়ে যায়।

**হিংসাত্মক বলিকর্ম বাস্তবিক বলিকর্মের বীভৎস রূপ – অতএব নিষিদ্ধ।**

এই আত্মবলি, সর্বপ্রিয় নিজত্বের বলি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এই নিজস্ব ভাব নাশ হলে নিজস্ব ক্ষুদ্র 'স্ব' বিশ্ব 'স্ব' মাঝে লীন হয়ে যায়, সাধারণ জীব এর জন্য প্রস্তুত থাকে না। সাধারণ মানুষ সুখ কামনা করে, শক্তি কামনা করে, কিন্তু তার যথাযথ মূল্য দিতে চায় না। কর্ম করতে চায় কিন্তু নিষ্কাম ভাব, যজ্ঞদৃষ্টি উৎপন্ন করতে পারে না। সে সহজ পথ অন্বেষণ করে। এই আত্মবঞ্চনার প্রভাবের ফলে শ্রদ্ধা ও তপের স্থান ধন অধিকার করে নেয়। এমন সব পদ্ধতির আবিষ্কার হয় যার দ্বারা স্বয়ং ব্রত গ্রহণ করার পরিবর্তে অর্থ দ্বারা অন্যকে দিয়ে করানো হয়। দক্ষিণা বা দান রূপে স্বীয় অন্যায় কর্ম দ্বারা উপার্জিত সম্পত্তির একটা সামান্য অংশ প্রদান করে দেবতাদেরকে প্রতারিত করা হয় এবং একটি বা বহু নিরীহ পশুকে যূপকাষ্ঠে বলি, কখনও নরবলিও দেওয়া হয়। ধরে নেওয়া হয় যে, মন্ত্রের প্রভাবে বলি প্রদত্ত পশুতে দেবতা প্রবেশ করে এবং তার মৃত হলে তার সমস্ত শক্তি যজমান প্রাপ্ত হয়। যত বড়ো এবং যত অধিক সংখ্যক পশু হত্যা করা হবে তত বেশী ফল লাভ হবে – এই প্রথা বৈদিক বলি বিধানের বীভৎস রূপ বিড়ম্বনা বলতে হবে। তবে এটা ঠিক যতই শ্রদ্ধা থাকুক, যতই ধন ব্যয় করা হোক না কেন যাজক হত্যার পাপ থেকে রেহাই পায় না। যে মনুষ্য নিজের রসনাতৃপ্তির তুষ্টি হেতু হত্যা করে, খাদ্যগ্রহণের পূর্বে এই মাংস কোন দেব-দেবীকে অর্পণ করে সে নিজের অপরাধের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে মাত্র।

– ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের শ্রুতি প্রভা টীকা, শ্রী সম্পূর্ণানন্দজি কৃত, পৃষ্ঠা ৪২ থেকে ৪৫।

# স্বামী মহাদেবানন্দ ও গোহত্যাদি

শ্রী স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি সন্ন্যাসাশ্রম হরিদ্বার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত Vedic Culture নামক নিজস্ব গ্রন্থে Slaughter of Cows in Vedic Age অথবা বৈদিক যুগে গোহত্যা নামক একটা অধ্যায় দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন –

Slaughter of Cows in the Vedic Age – a misconception. In the Rigveda it has been clearly stated that cows are not to be killed. In the following mantras the term অঘ্ন্যা (not to be killed) is used; vide 1.37.5; 1.164.27; 1.164.40; 4.1.6; 5.83.8; 7.68.8; 7.69.8; 7.102.19; 9.1.9; 9.80.2; 9.93.3; 10.46.3; 10.60.11; 10.87.16; and 10.102.2.

Yaska while recording the names (eqi valents) of a cow how first posted অঘ্ন্যা Aghnya not to be killed. vide 11.44.33 অঘ্ন্যা অহন্তব্যা ভবতি। In the Zendavesta also the cow is to be venerated and not to be killed. In the vedas also the cow is specially venerated. Rik 4.58.10 গো দেবতা (Go–is the Devata of the Sukta) That the flesh of the cow is forbidden as food is quite clear from Rik 10.87.16 which states –

**য়ঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমঙ্‌ক্তে য়ে অশ্ব্যেন পশুনা য়াতুধানঃ।**

**য়ো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষবাণি হরসাপি বৃশ্চ।**

i.e. The monster that partakes of the flesh of human beings or the meat of animals like the horse or who steals (robs) the milk of the unkillable cow, is beheaded by Agni. – Vedic culture, page 132.

Some observe in the text এতদ্ য়থা রাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণায় বামহোক্ষং মহাজং বা পচেৎ, a hint to the prevalence of a custom of slaying an ox or a goat and cooking the meat thereof. But it must be clearly understood that the term মহোক্ষ (Mahaksha) used in the next does not refer to an ox. In Rit 8.43.11 there occurs the word (উক্ষান্নায়) Which means edibles mixed with soma juice. Later on

from the রাজনিঘন্টু text ঋষভৌষধি কর্কট শৃঙ্গী it is found that kings and Brahmins were offered on their arrival the juice of the soma plant or soma other herbal decoctions to control the bite, just as tea is served in modern times to all guests. In Kashmir and Tibet this custom of offering tea has been in use from ancient times. It might also be a direction to bathe the guest in water warmed with many odorous and invigorating ingredients (সর্বৌষধি) . The word মহাজ (Mahaja) also does not indicate a big goat but fine rice from the sali variety of paddy. In the Shanti Parva of the Mahabharat there is a text –

**অর্জৈর্য়জ্ঞেষু য়ষ্টব্যমিতি বা বৈদিকীশ্রুতিঃ।**
**অজসংজ্ঞানি বীজানি, ছাগান্ নো হন্তুমর্হথ।।**

It means that sacrifices should be performed with the aja. But aja according to the vedic injunction never means the goats but cereals like wheat, Brihi etc. – Vedic Culture, page 138-139

The word yajna is synonymised as অধ্বর of য়জ্ঞমধ্বরম্, ধ্বর Stands for Hinsa (Killing, Violence) so অধ্বর is non-violence and therefore no slaughter can be part of the true sacrifice.–Page 141

এই উদ্ধৃতিগুলির সারাংশ এইযে, ঋগ্বেদে পরিষ্কার বলা আছে যে গাভির হত্যা কখনও করা উচিত নয়। গাভির জন্য ঋগ্‌০ ১.৩৭.৫। ১.১৬৪.২৭। ১.১৬৪.৪০। ৪.১.৬ ইত্যাদি মন্ত্রে অঘ্ন্যা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ যাস্কাচার্য নিরুক্তে অহন্তব্যা অর্থাৎ কখনও হত্যার যোগ্য নয় করেছেন।

ঋগ০ ১০.৮৭.১৬-রমন্ত্রটি দেখুন

**য়ঃ পৌরুষেয়েন ক্রবিষা সমঙ্কে...ভরতি ক্ষীরমগ্নে।**

এখানে গোমাংস ভক্ষণের নিষেধ অত্যন্ত স্পষ্ট, এমনকি গোমাংসাদি ভক্ষকের শিরোচ্ছেদ করার আদেশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে অবশ্য বুঝানো সত্ত্বেও যদি সে না মানতে চায়। এতদ্ রাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং মহাজং বা পচেৎ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-

বাক্যে মহোক্ষ দ্বারা রাজনিঘন্টু মতে ঋষভ ওষধি, কর্কট, শৃঙ্গী ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। ঋগ্বেদ ৮.৪৩.১১ মন্ত্রে উক্ষান্ন শব্দের প্রয়োগ আছে যার অর্থ ভোজনসহ উক্ষাপদ বাচ্য সোমের মিশ্রণ। রাজা তথা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণাদির অতিথিরূপে আগমন হলে তাঁদের পিত্তাদি শান্তি হেতু সোমরস পান করানো হতো যেমন আজকাল চা ইত্যাদি পান করানো হয়ে থাকে। সোম, ঋষভক ইত্যাদি ওষধিদের রস দ্বারা মিশ্রিত জল দিয়ে স্নান করানোর নির্দেশ এই বাক্যে পাওয়া যায়। অজ দ্বারা তাৎপর্য এখানে ছাগল নয় বরং 'অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগান্নো হন্তুমর্হথ' ইত্যাদি মহাভারত বচন অনুযায়ী বিশেষ প্রকারের বীজ ও চাল বুঝায়। যজ্ঞের সমার্থক শব্দ 'অধ্বর' যার অর্থ হিংসারহিত কর্ম। অতএব হিংসা যথার্থ যজ্ঞের অঙ্গ হতে পারেনা – এটা পরিষ্কার।

## ড০ রাধা কুমুদ মুখার্জী ও বৈদিক যজ্ঞ

ভারতের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি ড০ রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁর লিখিত Education in Ancient India নামক পুস্তকে লিখেছেন –

### Vedic Sacrifices

Vedic religion did not countenance bloody sacrificing of animals by violence. As the Chhandogya Upanishad (III.6) puts it 'ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদ্দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।'

The gods who do not eat or drink should not be offered meat tainted with violence.

'Thus sacrifice at a yajna meant self sacrifice.'

The yajnas were evolved as modes of invocation of the Infinite and possessed of profound spiritual significance and educational value as aids to self-realisation.

Education in ancient India by Dr. Radha Kumud Mukherjee, M.A., Ph.D. Page II.

অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম পশুহিংসাত্মক যজ্ঞ সমর্থন করে না। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩.৬-এ বলা হয়েছে 'ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি এতদেবামৃতং দৃষ্টবা তৃপ্যন্তি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ও এইরকম সূচিত হয়।' যজ্ঞের অর্থ স্বার্থত্যাগ। অনন্ত পরমেশ্বরের স্তুতি রূপে যজ্ঞের বিকাশ হয়। তার মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং আত্মোপলব্ধিতে সাহায্যকারী শিক্ষাগত তথ্য নিহিত ছিলো।

এতদূর আলোচনা করার পর এখন আমরা এই অধ্যায়কে সমাপ্ত করা উচিত মনে করি। এর দ্বারা পাঠক অবশ্যই বুঝতে পেরেছন যে, যজ্ঞের মধ্যে পরোপকারও আত্মোন্নতিমূলক সমস্ত শুভ কর্মের সমাবেশ হয়েছে। যজ্ঞে সে দ্রব্য ব্যবহার হয় অর্থাৎ ঘৃত, মধু, চন্দন, কর্পূরাদি যে সুগন্ধিত ও রোগনাশক পদার্থের আহুতি দেওয়া হয় তার দ্বারা জল, বায়ু শুদ্ধ হয় এবং ক্ষয় রোগের মতো সাংঘাতিক রোগও আরোগ্য হয়। বেরেলীর বিখ্যাত ড০ ফুন্দনলাল জি.এম.এ. যজ্ঞ চিকিৎসা নামক গ্রন্থে (উত্তর প্রদেশ সরকার দ্বারা পুরস্কৃত) এসব কথা বলেছেন। যজ্ঞে পশুবলি বেদবিরুদ্ধ। অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধাদি শব্দের অশ্ব, গৌ, মনুষ্যের হিংসাপরক অর্থের বদলে রাষ্ট্র সঞ্চালন, বাণীর শুদ্ধ প্রয়োগ এথবা কৃষি, মনুষ্যদের একতার বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থবোধক হবে। বর্তমান সময়ে উপলব্ধ ব্রাহ্মণ, শ্রৌতও গৃহ্যসূত্রে বা অন্যান্য গ্রন্থে যার মধ্যে পশুবলি সমর্থক বাক্য দেখা যায় সেগুলি বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় অপ্রামান্য মানতে হবে। বৈদিক যজ্ঞের সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে আরও যারা জানতে আগ্রহী তাঁরা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির অবশ্যই অধ্যয়ন করবেন –

১. বৈদিক পশুযজ্ঞ মীমাংসা – প০ বিশ্বনাথ বিদ্যামার্তন্ড, গুরুকুল পুস্তক ভাণ্ডার, গুরুকুল কাংগড়ী।

২. কার সেনায় অংশ নেবে-কৃষ না কংসের – প০ বুদ্ধদেব বিদ্যামার্তন্ড, প্রভাতাশ্রম, মেরঠ।

৩. বৌদ্ধমত ও বৈদিক ধর্ম – আর্য সমাজ দেওয়ান হল, দিল্লী।

৪. গোরক্ষা পরম ধর্ম ও গোবধ মহাপাপ – প্রকাশক গোবিন্দ রাম হাসানন্দ, আর্য সাহিত্য ভবন, নই সড়ক, দিল্লী।

৫. বৈদিক কর্তব্য শাস্ত্র – ধর্মদেব বিদ্যামার্তন্ড কৃত।

৬. বৈদিক যজ্ঞ সংস্থা – স্বাধ্যায় মন্ডল দ্বারা প্রকাশিত, স্বাধ্যায় মন্ডল, কিলা পারডী, জেলা - সূরত।

৭. য়জ্ঞে পশুবধো বেদবিরুদ্ধ – প০ নরদের বেদতীর্থ কৃত মহাবিদ্যালয় জ্বালাপুর, উত্তর প্রদেশ।

–০–

।।ওওম্।।

নিজে পড়ুন — অপরকে পড়ান

## স্বল্প মূল্যে বই সংগ্রহ করুন।

| ক্রম | বই | মূল্য |
|---|---|---|
| ১। | সত্যার্থ প্রকাশ (বাংলা) | ১১০ টাকা |
| ২। | অথ সংস্কারবিধি | ৫০ টাকা |
| ৩। | মহর্ষি দয়ানন্দের জীবনী (সংক্ষিপ্ত, রঙীন ও সচিত্র) | ৩০ টাকা |
| ৪। | সমর্পণ বাংলা (নিত্য কর্ম বিধি) | ২০ টাকা |
| ৫। | সমর্পণ হিন্দী (নিত্য কর্ম বিধি) | ৩৫ টাকা |
| ৬। | ব্যবহার ভানু | ১০ টাকা |
| ৭। | শিখা-সূত্র | ৬ টাকা |
| ৮। | পুরাণের কৃষ্ণ | ৬ টাকা |
| ৯। | প্রাচীন গীতা | ১১ টাকা |
| ১০। | বৈদিক শতনাম ও উপাসনা | ৬ টাকা |
| ১১। | মানব ধর্মের স্বরূপ | ১১ টাকা |
| ১২। | পূজা কার | ৮ টাকা |
| ১৩। | যজ্ঞের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ | ২৫ টাকা |
| ১৪। | না আছে বাইবেলে না আছে কোরানে জীবন পেলাম বেদের কল্যাণে | ৮ টাকা |
| ১৫। | বঙ্গে দয়ানন্দ | ১১ টাকা |
| ১৬। | দয়ানন্দ প্রসঙ্গ | ১১ টাকা |
| ১৭। | বাইবেলের উপর ৩১টি প্রশ্ন | ১০ টাকা |
| ১৮। | গোকরুণা নিধি | ৬ টাকা |
| ১৯। | মৃতক শ্রাদ্ধ খণ্ডন | ১০ টাকা |
| ২০। | বেদ সম্বন্ধে ধারণা ও বর্তমান যুগ | ১০ টাকা |
| ২১। | Glimpses of the Vedas | প্রচার হেতু |
| ২২। | জন্ম থেকে হয় না মানব, মানব তো হতে হয়। | প্রচার হেতু |
| ২৩। | জানেন তো ? আর্য সমাজ কী ? | প্রচার হেতু |
| ২৪। | ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা | যন্ত্রস্থ |
| ২৫। | চার বেদ | যন্ত্রস্থ |
| ২৬। | বৈদিক ধর্মধারা | ২০ টাকা |
| ২৭। | আর্য দাস দস্যু | ৮ টাকা |
| ২৮। | বাংলা সংগীত কেসেট | ৫০ টাকা |
| ২৯। | শ্রী রাম চন্দ্র কি ঈশ্বরের অবতার ছিলেন ? | ১০ টাকা |
| ৩০। | গোমূত্র মহৌষধি | ২০ টাকা |
| ৩১। | ভক্তের দুর্গতি | ৭ টাকা |
| ৩২। | ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা | ১৫০ টাকা |
| ৩৩। | বৈদিকযজ্ঞ সম্বন্ধে ভ্রান্তি-নিবারণ | ২০ টাকা |
| ৩৪। | কৃষ্ণের জীবনী | যন্ত্রস্থ |
| ৩৫। | সামবেদ ভাষ্যম্ | যন্ত্রস্থ |
| ৩৬। | বাংলা ট্রাক্ট + হিন্দী ট্রাক্ট | প্রচার হেতু |